অবন্তিকা
শারদ ১৪২৭
@the_girl_with_magic_brushes
Swans
ABISHKA

শ্রী শ্রী রাধাকান্ত জীউ
শ্রীপাট গোস্বামী মালিপাড়া
জেলা - হুগলী / ৭১২৩০৫

অবন্তিকা শারদ ১৪২৭

আত্মপ্রকাশ সংখ্যা ২০২০

সম্পাদনায় – শুভাশীষ গোস্বামী

নিবেদনে – হিয়ার কথা

প্রযোজনায় – কালিমাতা স্পোর্টিং ক্লাব

মূল্য – ৫০ টাকা মাত্র

প্রচ্ছদ –আবিস্কা গোস্বামী

অলঙ্করণ – অভিরূপ , চন্দ্র গোস্বামী

কালিমাতা স্পোর্টিং ক্লাবের পক্ষ থেকে শুভাশীষ গোস্বামী কর্তৃক সম্পাদিত ও রাজীব গোস্বামী কর্তৃক গোস্বামী মালিপাড়া ৭১২৩০৫ হইতে প্রকাশিত।

মূল্য ~ পঞ্চাশ টাকা মাত্র

অবন্তিকা শারদ ১৪২৭

সম্পাদক ~ শুভাশীষ গোস্বামী

প্রযোজনায় – কালিমাতা স্পোর্টিং ক্লাব

দপ্তর - (গ্রাম +পোষ্ট) গোস্বামী মালিপাড়া

জেলা – হুগলী / সূচক – ৭১২৩০৫

ফোন নম্বর - ৮১০১৭০২৪৫৮

উপদেষ্টামণ্ডলী :~ রাধাশ্যাম গোস্বামী

রাজীব গোস্বামী ও বাপ্পাদিত্য ঘোষ

সহযোগিতায় ~ শ্রাবন্তী গোস্বামী , অভিরূপ গোস্বামী

ও চন্দ্র গোস্বামী

মূল্য – ৫০ টাকা মাত্র

সম্পাদকীয়

"উৎসব সমাগত" বাঙালীর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজো , আর এই উৎসব কে ঘিরে থাকে বাঙালীর ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি। এই দুর্গাউৎসব শুধু হিন্দুদেরই নয় সমস্ত ধর্মাবলম্বীদের , বিগত কয়েক মাস আমরা গৃহবন্দি করোনা নামক ভাইরাস গোটা পৃথিবীর চিত্রটাই আজ বদলে দিয়েছে। ছোটবেলা থেকে পুজোর একটা আলাদা আমেজ থাকতো শুউলি ফুলের গন্ধে মন উতলা হয়ে উঠতো , নতুন জামাকাপড় , খাওয়া দাওয়া অষ্টমীর পুষ্পাঞ্জলি ঠাকুর দেখা বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের মহালয়া এসবকে ঘিরে রয়েছে বাঙালীর চিরকালের নস্টালজিয়া। কিন্তু এবছর অনাড়ম্বরে পূজো হবে তাই সকলের মন ভারাক্রান্ত। কত মানুষের উপার্জন এই পূজো কে ঘিরে কিন্তু এবছর সেসব হবেনা ! তাই একরাশ বিষণ্নতা আর একাকীত্বতা আমাদের মনকে বেদনাবিধূর করে তুলেছে। সেই বিষণ্নতা কিছুটা কমাতে এই অবন্তিকা পূজোবার্ষিকী , এই পূজোবার্ষিকী তে থাকছে জমজমাট গল্প ও কবিতা যা মানুষের মনকে কিছুটা হলেও স্বস্তি দেবে বলে আমাদের ধারণা। সর্বশেষে বড়দের বিনম্র প্রমাণ ও ছোটদের ভালোবাসা জানাচ্ছি , সকলের পূজো খুব ভালো কাটুক। আর মায়ের কাছে প্রার্থনা করি মঙ্গলময়ী মা যেন এই অতিমারির প্রকোপ থেকে গোটা বিশ্ব কে রক্ষা করেন।

বিনম্র

শুভাশীষ গোস্বামী

লেখকসূচী

ভৈরব

সায়ন ভট্টাচার্য্য

মহাভারতের যুদ্ধ শেষ। বৃদ্ধ শ্যাম তখন হস্তিনাপুর ত্যাগ করেছেন তিনি ফিরে যাননি দ্বারকাতে। কোনও এক নির্জন পল্লীর পথের ধারে ছোট্ট পর্ণকুটিরে মহাদেবের আরাধনায় রত ,সমস্ত শক্তি তাঁর বিলুপ্ত হয়েছে।
হারিয়ে গেছে সেই রূপ।
মলিন বদন। মুকুটের শিখী পালক খুলে গেছে ।

তাঁর অমন সুন্দর কেশ, জটাজালে আবদ্ধ। ভরা শ্রাবণের মতো শ্যামলা রঙ আর নেই।তিনি রাধা বিরহে গৌড় বর্ণ ধারণ করেছেন।

অমাবস্যার অন্ধকার সবে কেটেছে মহেশ্বরের পুজা করে শ্যাম আজ মহাযো
নীলকণ্ঠের ছোঁয়ায় নীলবসন পরে মাটির দাওয়ায় বসে।
পথপাশে শিমুলের বৃক্ষের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘ অপেক্ষায় রত।

লাল শিমুলের ফুলগুলো উঠোনে বিছিয়ে আছে। কেউ যেন শিমুলফুলের অ

এঁকেছে সমস্ত উঠোন জুড়ে।

বসন্তের বাতাসে তখন আম্রমুকুলের অদ্ভুত গন্ধ। প্রেমিকা মেঘে মুখ ঢেকে স

একটি একটি করে ঝরে পড়ছে বসন্তের পাতাগুলি মেঠো পথের ধারে ফুটে

অজস্র ভাট ফুল সেই মেঠো পথ ধরে রাধিকা চলেছেন শ্যামের কুটিরে মনের

ভেতর উথাল পাথাল , যদি দেখা না হয়।

শিমুলের লাল রঙে পা রাঙিয়ে রাধিকা দাঁড়ালেন শ্যামের সম্মুখে।

যেন পূর্বরাগের সমাপ্তি হয়েছে। কে কথা রাখলেন, আর কে কথা রাখলেন না! সমস্ত অভিমান তখন অশ্রু বিসর্জন দিয়ে ঝরে পড়ছে শিশিরবিন্দুর মতোঅদৃশ্য প্রেম আলিঙ্গন

করে ঝরে পড়ছে বসন্তের শাল গাছের পাতার মতন।

মিলনের আনন্দে আত্মহারা শ্যাম বাঁশির করুণ সুর ভুলেছেন। তাই হাতে ধরেছেন ডমরু ও , ফুঁ দিয়েছেন শিঙায়। কারণ রাধা আজ রাধা নন তিনি এখন পরম যোগিনী। কেমন আছো শ্যাম?শ্যাম তখন বাক্যহারা।

বৃদ্ধ নয়ন তখন পুরাতন প্রেমিক। নয়নের প্রতিটি বিন্দু মুক্তোর মালা গেঁথে পরিয়ে দিচ্ছে রাধার গলে।

একটি পদ্মের উপর যতক্ষণ ভ্রমর বসে থাকে মিলন যেন ততটাই ক্ষণস্থায়ী ফিরে চললেন রাধা। শ্যাম তখন বাক্যহারা। প্রেম-ভিখারী শ্যাম ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে দাঁড়ালেন রাধার চরণতলে। আমার রাজত্ব শূন্য, গৃহ শূন্য, আমি দরিদ্র হয়ে পড়েছি,তুমি অমৃতের স্বরূপ। এখন আমি কী করবো তুমি বলে দাও!

রাধা হাসলেন। তোমার বাঁশি শুনতে চাই খ্যাপাশ্যাম।

সেই সময় শ্যাম তাঁর বাঁশির সুর ভুলেছেন।

হাতে ডমরু ধরে মধুর সংগীত শুরু করেন

সেই শব্দ শুনে রাধা তার দেহ-মন ত্যাগ করে দেন সমস্ত কুটির তখন রাধাময় প্রতিটি ধূলায় রাধার চরণ চিহ্ন। মুঠো মুঠো ধূলা কুড়িয়ে নিয়ে বাক্যহারা শ্যাম রাধানাম জপছেন । হে দেবতাদের দ্বারা বন্দিতা দেবী , তুমি সেই পরমস্থানে যাও , যেখানে তুমি নিত্য বিহার

করো আমার পূজার সময়ে তুমি আবার এসো, পূজা গ্রহণ করতে।
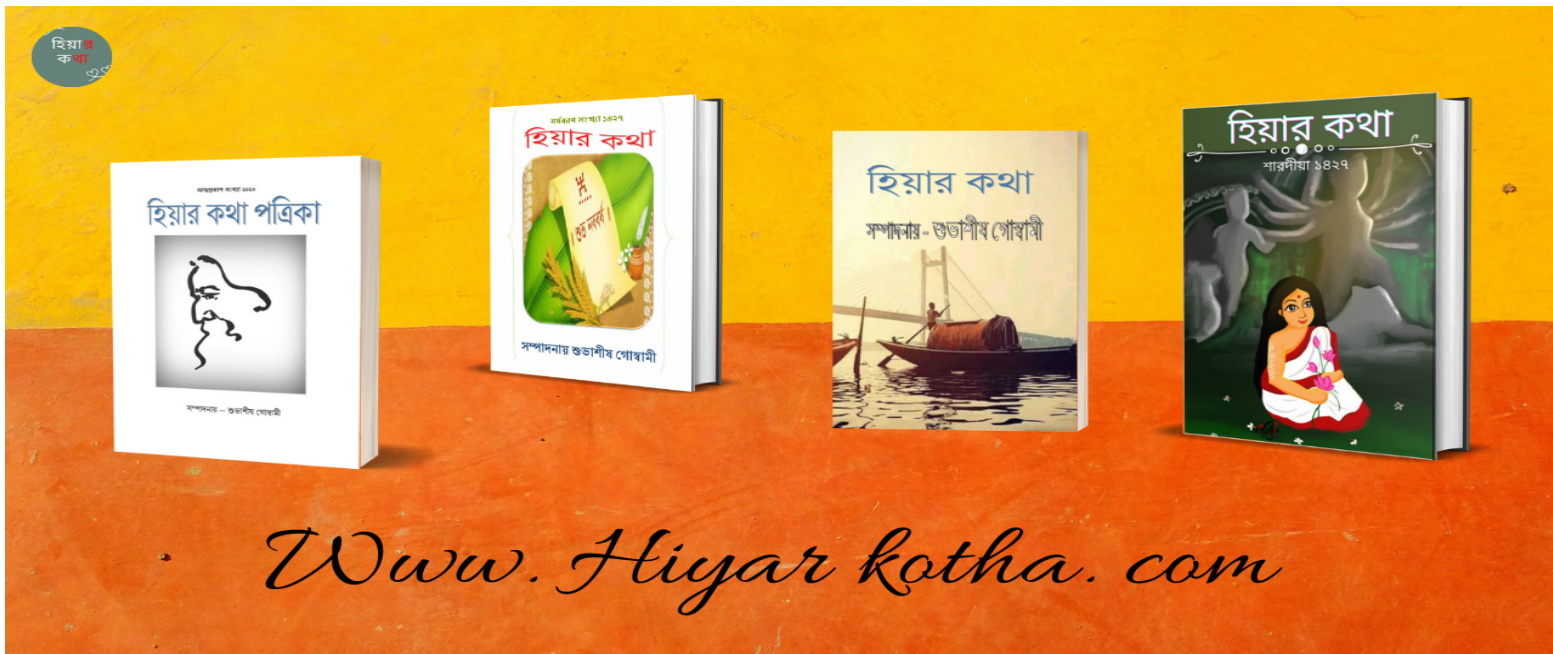
পথচলা
এক শ্রেনী থেকে অপর শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হওয়ার সাথে সাথেই পুরনো
শ্রেনীর বই-পুস্তক গুলো গিয়ে জমা হয় আলমারির কোনায় , আস্তে
আস্তে সেইগুলো আমরা বিক্রি করে দিই কাগজওয়ালা দের কাছে ,
আমাদের সবার কাছেই এরকম কম বেশী অনেক পুরনো বই-পুস্তক
আছে, সেই বই-পুস্তক গুলো বিক্রি না করে আমাদের হাতে তুলে দিন,
আমাদের আশেপাশে এরকম অনেক ছেলেমেয়ে আছে যারা
পড়াশুনা করে অথচ অর্থের অভাবে বই কিনতে পারেনা,
তাদের জন্য আপনাদেরকাছে আমাদের এই মানবিক আবেদন,
সেই সমস্ত বই গুলো আমাদের দিন আমরা তাদের জন্য
একটি লাইব্রেরী করতে চলেছি যাতে তারা সেখানে
এসে পড়তে পারে। বিগতদিনে সবসময় আপনারা
আমাদের পাশে থেকেছেন আশা করব
বিগতদিনের ন্যায় এবারেও আপনাদেরকে
আমরা আমাদের পাশে পাবো।
যোগাযোগ (Contact) : 9088548290 / 8334078581 /
8620886548 / 7003908690 / 8697093629 /
7278028586 / 8902527704

মুক্ত গদ্য

প্রানেশ ভট্টাচার্য

জমজমাট সুইসাইড নোট লিখে উঠতে পারিনি বলেই এখনও বৃষ্টি ভেজা আমার শখ। আস্তাবলের ভেতর শুকিয়ে আসছে ঘাস, চারিদিকে অবক্ষয়। ভুলে গেছি ফিদেল কাস্ত্রোর পুরো নাম , ভুল হয়ে গেছে সহজ বিয়োগের অঙ্কে। ঘুমের

ভেতর পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়ি, গঙ্গায় ডুবে যাই হাসতে হাসতে ।

সবই স্বপ্ন! নাকি ফেলে আসা খুনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ।

বৃষ্টির আদর কিংবা পুড়ে যাওয়া সিগারেটে পা ডুবিয়ে বসে থাকতে থাকতে দেখি ভেসে যাচ্ছে রাষ্ট্রের লাশ। মৃত চাষির রক্ত দিয়ে প্রেমপত্র লেখার সাহস আমার নেই, প্রিয়তমা। পেটে জল কম পড়লে পেচ্ছাপেও জ্বালা করে বড্ড। এখনও কিছু করা হয়ে উঠল না। বয়স বেড়ে গেলে, বুঝতে শিখে গেলে আমাদের কান্না বেড়ে যায়। ক্ষুধার্ত শিশুর ছোটগল্পে হাততালি পড়ে শুধু, ভাত বেড়ে দেয় না কেউ। লড়াই ঘুমিয়ে পড়ে হারামির হাতে।
হাতে রোদ পড়লে সাহস বাড়ে। অন্ধ কোটরের ভেতর প্রজাপতি হয়ে উঠতে উঠতে তুমি শুঁয়োপোকার মাথায় হাত রেখো ,

দেখবে উৎসাহের গন্ধে তারা কেমন মুচকি হাসি লুকিয়ে রাখে ।

আয়নার মৃত্যুতে শোক পালন
গোলাম রসুল

আয়নার মৃত্যুতে শোক পালন করছিলাম
আর জোনাকির আলো গুলো ডুবে যাচ্ছিল নদীর ওপর
পৃথিবীর কোনো অস্তিত্ব নেই
এমন নৈঃশব্দ্য
আর কিছুক্ষণ স্বস্তি দিতে পারে যে স্মৃতি
আমি ছিলাম তার চোখে প্রথম একটি কুয়াশা
আগামীকাল নেই
আমাকে মুছতে হবে ওই বিশাল আকাশ ।
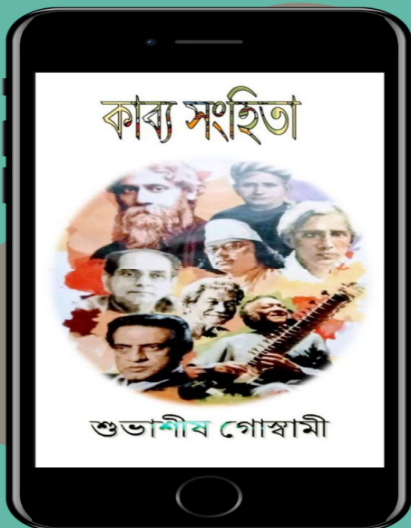
নিভে যায় দিয়া

শুভাশীষ গোস্বামী

বহু আখাঙ্কিত ভালোবাসার নারীও ,
একদিন দূরে সরে যায় ।
হাঁটতে হাঁটতে অবসন্ন হয়ে ,
থমকে যায় একসময়ে ।
স্মৃতিমেদুরতা কুড়ে কুড়ে খায় আমাদের !
তারপর হঠাৎ একদিন অনাহূতের মতো ,
চোখ ভিজে যায় অজান্তে ।
ভারী হয়ে আসে অভিমানী মেঘ ,
গিলে খেতে উদগ্র হয় ।
হারিয়ে যেতে থাকি নিস্প্রভ অন্ধকারে ,,
বিয়োগব্যথায় শূন্য এ হৃদয়ে ,
নতুন জোয়ার এসে ভাসাতে চায় এ বালুচর।
পরীক্ষা নেয় ধৈর্যের ,
আজীবন দুঃখের তপস্যার হোমানলে , .
সকল ঋণমুক্ত হয়ে যায় দিয়া নিভে গেলে ।

পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায়

শ্রাবন্তী গোস্বামী

প্রতিটা শিশুই পৃথিবীতে আসে নিষ্কলুষ ভাবে ,
এ সমাজই তাকে কলুষিত করে।
একটি শিশু বড় হওয়ার সাথে সাথে ,
জীবনযুদ্ধে নেমে পড়ে।
শিশুর মুখের অম্লান হাঁসি ,
দূর করে যত বেদনা।
শিশু হল পূর্ণিমার চাঁদ যার আলোয় ,
আলোকিত এ রাত্রি জ্যোৎস্না।

সবুজ ঘ্রাণ

শুভদীপ দে

লাশ জমেছে দূর পাহাড়ে
রাতে ভন ভন মাছি ,
টান পড়েছে চাল ভাঁড়ারে
তবুও বেঁচে আছি।
পাড়ায় পাড়ায় খাট আসছে
তুলসিপাতা চোখে
ভুলেই গেছে কাঁদতে মানুষ
পাথর জমা শোকে।
হারিয়ে যাচ্ছে সভ্যতা রঙ
আকাশ শুধু নীল
শহরজুড়ে উড়তে থাকে
মনভাগারের চিল।
পথের ধুলো যাচ্ছে মিশে
বেদনার সাথে কালো
এই সুযোগে রাখাল তুমি
নিষিদ্ধ দ্বীপ জ্বালো।
আমরা সবাই হাততালি দিই
ফসল মরে মাঠে ,
সবুজ ঘ্রাণের আশায় চাষী
বাজার সাজায় হাটে ।

অধিকারী ভাণ্ডার

প্রো ঃ- শুভঙ্কর অধিকারী

এখানে সুলভ মূল্যে মুদিখানার দ্রব্য ও সামগ্রী পাওয়া যায় ।

গোস্বামী মালিপাড়া / দোলতলা
হুগলী ৭১২৩০৫

9382660457

নিভৃত রজনী

সঞ্চারী ভট্টাচার্য্য

নিস্তব্ধ নিরালায় বসে হাত গোনা ,
বৃথা হয়ে যায় সুখের জাল বোনা !
পাষাণের ঐ প্রাচীর ভেদী শব্দ -
হৃদয় ভাঙার পরে সবই নিস্তব্ধ।
স্তব্ধ স্রোতস্রিনি প্লাবিত স্তিমিত,
বিধাতার মায়াজালে চরিত্র বিক্ষিপ্ত।
মেঘের প্রাচীর ভেদী অবৈধ গর্জন !
কবে থেমে গেছে সুখেরও বর্ষণ।
বাসনায় লীন হয়ে পড়ে একপ্রান্তে !
সুখের সাগরে ভেসে পারেনি সে জানতে।
মিথ্যার জোরে আজ সত্যেরা অবহেলিত,
সর্বনাশের নেশায় সকলে যে লালায়িত।
প্রত্যাবর্তনের আশা বড় ক্ষীণ !
তোমা বিনা জীবন শাখাপ্রশাখা বিহীন।
আড়ালে সরিয়েছি নিজেকে বহুদিন!
যদি ফেরাতে পারি তোমায় একদিন।
নেশার ঘোর আমার কাটবে যবে!
তোমা বিনা এ জীবন রেখে কিবা হবে ?
আছড়ে ফেলেছ আমায় দুঃখের সাগরে!
তোমার অভাব আমায় রেখেছে পক্ষান্তরে,
হেরে যাবার যতো নিদারুণ যন্ত্রণা !
নিয়তির খেল সবই কুমন্ত্রণা।
পরিহাসের জীবন মোর ওগো সজনী!
নিদ্রাহীন দুচোখে কাটে "নিভৃত রজনী" ॥

সন্ধ্যা হবার পূর্বে

বাপ্পাদিত্য ঘোষ

আঁধার হবার আগে ,

সবুজ ঘাসে শুইয়া ।

হৃদয় আমার আজ ,

নীল আকাশে তাকিয়ে ।

তাকিয়ে অর্ধ চন্দ্র আর হালকা পেঁজা মেঘে ,

নিজের কিছু হারিয়ে যাওয়া মুহূর্ত ।

কিছু হারিয়ে যাওয়া শব্দ ,

ভাষা কিছু অনুভূতি গুলি কে একত্রিত করে ।

হৃদয়ের ভেঙে যাওয়া বাঁধ ,

মেরামতি করতে সচেষ্ট ,,

আমার এই হৃদয় ।

সান্তনা দি তার এই অসফল চেষ্টা ,

এখন নীল আকাশে অন্ধকার নেমে এসেছে ।

ব্যর্থ হৃদয়ের কাহানি গুলো ,

আড়াল করার জন্যই যেন এ অন্ধকার ।

আজকাল আকাশ থেকে তারা খসাও দেখিনা ।

তাই কিছু চাওয়া হয় না !

তুমি তো সব জানো ঈশ্বর ,আমি কি চাই ।।

Now Listen on Spotify
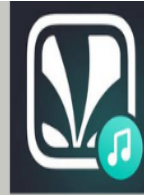
Google Podcasts

kabbo sonhita podcast

নীতা কবি

১ শরৎ এলো

শরৎ এসেছে, শরৎ এসেছে

মা ও আসবে সাথে

শিশির ধোয়াবে মায়ের চরণ

শারদ- রাতের প্রাতে

শিউলী বলে ঝরবো চরণে

মায়ের লাগিই ফুটি

সোনামাখা রোদ এসেছে আঁগনে

মেঘেরা নিয়েছে ছুটি

কাশ বলে আমি দোলাবো চামর

হাওয়ায় দুলবো আমি

চারিদিকে হবে শুভ্র জ্যোৎস্না

রূপার চেয়েও দামী

পাড়ায় পাড়ায় পড়ে গেছে যতো

প্রতিমা গড়ার ধূম

ছোট ছেলেমেয়ে কোলাহল করে

চোখে নাই যেন ঘুম।

দনুজ দলনী আসবে এবার

দুর্গতি নাশ হবে

ঘরে ঘরে সব পড়ে গেছে সাড়া

পূজোর বাজার হবে।

এসো মা জননী ,চরণে ধরি

এসো তুমি নিয়ে খুশী

গরীব-দুঃখী সকলের মুখ

থাকে যেন হাসি-হাসি।

২ এসো মা উমা

এসো মা দুর্গা, দুর্গতিনাশিনী, মর্ত্যে এসো তুমি

বরণ করবো তোমায় আমরা, ধন্য করো এ ভূমি

সব অশান্তি, সব অমঙ্গল দূর করো মা জননী

প্রদূষণ আর বিষে ভরে গেছে আমাদের এই ধরণী

কলুষনাশিনী কলুষমুক্ত করো সকলের মন

সবার মুখেই হাসি ফুটুক আর, সুন্দর হোক জীবন।

চারিদিকে বাজে আগমনী গান , আনন্দে মেতেছে পাড়া

উমা যে আসছে বাপের বাড়ীতে পড়েছে যে তারই সাড়া

মহালয়ার তর্পণ , কতো আয়োজন পুকুর , নদীর ঘাটে

বাজার করার ধূম পড়ে গেছে, কোলাহল সব হাটে।

শিউলী বলে, এসো মা জননী তোমার চরণ চুমী

কাশফুল বলে, বসে বসে আজ চামর দোলাবো আমি।

জগজ্জননী মা আমাদের দনুজদলন করে

অশুভ শক্তি হার মেনে আজ শুভকে বরণ করে।

দিকে দিকে আজ পড়েছে যে সাড়া মহা শোরগোল তাতে ,

শিশির ধোয়াবে রাঙ্গা দুটি পা বোধন রাতের প্রাতে।

মাগো তুমি এসে সুন্দর করো, করো মা ধরণী শুদ্ধ

অনাচারে আজ ভরে গেছে দেশ সমাজটা পাপবিদ্ধ।

দেবতারা যেথা হার মানে সেথা তোমারই তো জয় হয়

সমাজের কীট ধ্বংস করো মা , দাও মাগো বরাভয়।

আনন্দময়ীর আগমনে নাকি আনন্দে ভরে ওঠে

তোমার প্রসাদে দীনের মুখেও হাসিটুকু যেন ফোটে।

৩ স্নেহময়ী দুর্গা

দুর্গা যেদিন মর্ত্যে আসেন আনন্দে ভরে এ ধরণী

সকলের দুঃখ নাশ করেন তিনি স্নেহময়ী জননী

আমার দুর্গা সারাদিন খাটে একমুঠো অন্নের জন্য

সকল বাধাকে জয় করতে জানে, তাই সে অনন্য।

বাবুর বাড়ী কাজ করে সে বাবার ওষুধ যোগায়

নিজেকে রাখে মূর্খ করে, বোনকে ইস্কুলে পাঠায়।

জমিদার বাড়ীর আদরের দুলাল হাত চেপে যবে ধরে

কোমরে গোঁজা কাস্তে দিয়ে সে আত্মরক্ষা করে।

বড়লোক বাবু লোলুপ দৃষ্টিতে দেখে যবে তার বোনকে

দুর্গা গিয়ে বুক চিতিয়ে দেয় তারে কষে কড়কে

আমার দুর্গা স্নেহময়ী মাতা, ভার্যা, প্রেয়সী, ভগিনী

কখনো আবার উগ্রচণ্ডা, সকল দুঃখ নাশিনী।

সেবায় শান্ত, প্রেমে প্রেমময়ী, কভু স্নেহময়ী জননী

অসহায়ের পাশে কখনো বরদা, সর্ব্ংসহা ধরণী।

প্রকতি মাতার রূপে পূজা পায়, মর্ত্যে অন্নদায়িনী

আবার কখনো মহান নেতৃ, সকলের শ্রদ্ধা-স্বরূপিনী।

আমার দেশের দুর্গারা পায় অবহেলা, লাঞ্ছনা

কন্যা-ভ্রুণকে হত্যা করবার হয় শত মন্ত্রণা।

অবুঝ আমার দেশের মাটি, অবুঝ ভদ্রজন

প্রকৃতি বিনা পুরুষের কি হয় রে জীবন পূরণ?

প্রকৃতি-পুরুষের পূণ্য-মিলনে উন্নতি এ ধরায়

সমাজের দুর্গাকে পায়ে পিষে রেখে মানুষ সকলই হারায় ||

কাশীনাথ দশকর্মা ভাণ্ডার

প্রোঃ- রাজা গোস্বামী

এখানে পূজা, বিবাহ , অন্নপ্রাশন ও যেকনো অনুষ্ঠানের দ্রব্য পাওয়া যায়

৪ মহালয়ার পূণ্য-লগ্নে

এসো মা দুর্গা, দুর্গতিনাশিনী, মর্ত্যে এসো তুমি

বরণ করবো তোমায় আমরা, ধন্য করো এ ভূমি

সব অশান্তি, সব অমঙ্গল দূর করো মা জননী

প্রদূষণ আর বিষে ভরে গেছে আমাদের এই ধরণী

কলুষনাশিনী কলুষমুক্ত করো সকলের মন

সবার মুখেই হাসি ফুটুক আর, সুন্দর হোক জীবন।

৫ পূজার বাজার

পূজো এলো, পূজো এলো, নতুন কাপড় চাই

অনেক হলো বিপদ-আপদ , এবার বাজার যাই।

বাজারে সব রঙ-বেরঙের নতুন শাড়ী জামা

আমার জন্যে জিন্সের প্যান্ট আনবে বড়ো মামা।

ছোটকাকা দেবেন বুঝি জামদানী এক শাড়ী

ভালো করে সেজেগুজে যাবো ঠাকুরবাড়ী।

মস্ত একটা ব্যাগ নিয়েছেন চৌধূরীদের কর্তা

ঘুরে ঘুরে কিনবেন শাড়ী দামী কিংবা সস্তা।

গিন্নী বলেন, গরদ নিও দুগ্গা-মায়ের জন্য

লাল শাড়ী-খান পাল্টে দিয়ে এনো একখান অন্য।

৬ পূজো শেষের কালে

দূর্গা এলো , লক্ষ্মী এলো, এলো কালো-মা

কালো-মায়ের রূপের ছটা সবাই দেখে যা

বিজয়াতে কোলাকুলি ,গুরুর পায়ে প্রণাম

সারাবছরই করি আমরা দূর্গা-মায়ের নাম।

দূর্গা-মায়ের আগমনে আনন্দে বুক ভরে

ঠাকুর-দালান খালি হলে সবাই দুঃখ করে

আসছে বছর আবার হবে, আবার এসো মা

সন্তানেরা তোমায় বিনা থাকতে পারে না।

মা-কে আহ্বান করার জন্য গৃহস্থ সব মাতে

ঘর নিকানো , কাপড় কেনা , নানান কাজ তাতে

মায়ের পূজা সমাপনে কাজ থাকে না হাতে।

কিন্তু অনেক পরব পালা চলে যে তার সাথে।

লক্ষ্মী-মা যে শান্ত মেয়ে, শান্তি বিরাজ করে

ক্ষীর-খিঁচুড়ি , নারকেল নাড়ু সবার ঘরে ঘরে

তারপরেতে কালী পূজো আলো জ্বলে ঘরে

মনের কালোও দূর করে দাও, এই কামনা করে।

কালী পূজো সাঙ্গ হলে, ভাইফোঁটারই পর্ব

ভাইয়ের কপালে টিকা দিয়ে বোনেরা করে গর্ব।

কার্তিক পূজো, জগদ্ধাত্রী পূজো, পরবের নাই শেষ

বারো মাসে তেরো পরব ,এইতো আছি বেশ।

সারা-বছর কাটে শুধু দূর্গা-মায়ের আশে

ছোট ছোট পরব গুলোও থাকে পাশে পাশে।

সম্বৎসরের দূর্গা পূজো তার তুলনা নাই

সারাবছর তাই তো সবাই থাকি অপেক্ষায়।

একান্ত আপন

চাউল ভাণ্ডার

ও

ধান ও আলুর কমিশন এজেন্ট

প্রো ঃ- অর্ণব দিকপতি

গোস্বামী মালিপাড়া ,আয়রের পার

৯৯৩৩৮৫৪২৬০

প্রবন্ধ

হারিয়ে যাওয়া শৈশব

শুভাশীষ গোস্বামী

আমরা প্রকৃতির সাথে থাকতে থাকতে , খেলতে খেলতে কখন যেন বড় হয়ে উঠলাম তা নিজেরাই বুজতে পারিনা

অনেকসময় | সেই প্রথম মায়ের হাত ধরে স্কুল যাওয়া, স্কুল না

যাওয়ার জন্য বায়না করা সেসব আজ অতীত | আমাদের

জীবনে স্কুল জীবনটা বড়ই বিচিত্র , শুরু হয় কান্না দিয়ে শেষ হয় কান্না দিয়ে .

আমার এখনও মনে পড়ে আগে পাড়ায় ঘটিগরম ,

সোনপাপড়ি, বুড়ির চুলওয়ালা আসতো |

বুড়ির চুলওয়ালা আসছে দেখলেই পিছন পিছন ছুটে যেতাম সব বন্দুরা মিলে মাত্র পাঁচ টাকার বিনিময়ে সেই সব মিষ্টি খাবার পাওয়া যেত যা মুখে দিলেই দিল খুশ হয়ে যেত নিমেষে, এখন আর ওসব আসেনা ,বুড়ির চুলওয়ালা হয়ত এ পাড়ার রাস্তা ভুলে গেছে !

এখনও মনে পরে সেই দিনগুলোর কথা , লাস্ট বেঞ্চে বসে একসাথে টিফিন খাওয়া, আর বেষ্টফ্রেন্ডকে নিজের মনের সব কথা খুলে বলা।

আমি যখন প্রথম উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলে ভর্তি হলাম তখন মাত্র ২ টাকায় আইসক্রিম পাওয়া যেত পেপসি ৩ টাকায় , মটকা ৫ টাকায় ,আরও আর আমার ছোট থেকেই আইসক্রিম এর প্রতি একটু বেশিই আকর্ষণ,

কিন্তু আজ অনেক দামী দামী আইসক্রিমও সেই আনন্দটা দিতে পারেনা যা ওই ২ টাকার আইসক্রিম আমাদের দিয়েছিলো।

এখন আর বিকেলবেলায় ছেলেদের মাঠে খেলতে দেখতে পাইনা
এখন আর সেই সব বুড়ির চুলওয়ালা দের দেখতে পাইনা। !
এখনও যতদূর মনে পরে আমার ,স্কুলে যখন গ্রীষ্মের ছুটি পড়ত
তখন সেই আইসক্রিমওয়ালা আস্ত ঘণ্টা বাজিয়ে বাজিয়ে আর
ওমনি মা ঠাকুমার কাছে আবাদার করতাম ,অনেক সময় তাদের
মুখভার ভার করে ফিরিয়েও দিতে হতো।
এখন আর তারা আসেনা মনে হয় তারা এ পাড়ার পথ ভুলে
গেছে !
এই ভাবেই কখন যেন বড় হলে গেলাম তা নিজেরাও বুজতে
পারলাম না ! এখন মাঠগুলো গুমরে কাঁদে ! যখন মাধ্যমিক
এডমিট আনতে যাই তখন যেন বেঞ্চটা আমাদের দেখে মুচকি
হেসেছিলও আর বলেছিলো খুব বড় হতেচেয়েছিলিস না , যা
তোকে বড় করে দিলাম ...
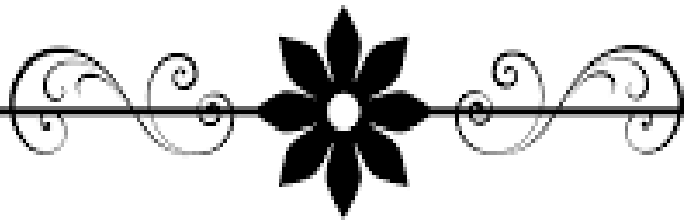
দুর্গাপূজার সময়সূচী ২০২০

মহালয়াঃ ১৭ই সেপ্টেম্বর

মহাষষ্ঠী ঃ ২২ সে অক্টোবর

মহাসপ্তমীঃ ২৩ সে অক্টোবর

মহাঅষ্টমী ঃ ২৪ সে অক্টোবর

মহানবমী ঃ ২৫ সে অক্টোবর

বিজয়াদশমী ঃ ২৬ সে অক্টোবর

প্রণতি গায়েন

এই বিদিশা তাড়াতাড়ি চল ছন্দ স্যারের ক্লাস আছে ?

'ছন্দ স্যার'? মানে?

--মানে আর কিছুই নয় বিবেক স্যারের ক্লাস আছে।একদিন ক্লাস করলেই বুঝবি উনি 'ছন্দ' বলতেই অজ্ঞান।
অবশ্য বাংলা ছন্দ টা উনি খুব ভালো বোঝান।

–তাতে তোদের স্যারের এমন নাম দেওয়ার কারণ কী?এটা একদম উচিত হয়নি তোদের নীরা হঠাৎ বিদিশাকে ঠেলে বলে--ওরে আমার মা।এখন চল তো! পরে জ্ঞান দিস।

ওরা দুজনে এসে বসতে না বসতেই বাংলার প্রফেসর শ্রী বিবেক চ্যাটার্জি প্রবেশ করেন, যিনি 'ছন্দ স্যার'নামে পরিচিত।উনি ঢুকেই সবার সাথে পরিচয় পর্ব সেরে নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে ই বলেন–-'আমি তোমাদের বিবেক চ্যাটার্জি স্যার বাংলার অধ্যাপক।আমি 'ছন্দ' টা পড়াবো।তার আগে আজ নতুনদের যেহেতু প্রথমদিন তাই

কিছু বলতে চাই।দেখ জীবনটা ও একটা ছন্দে বাঁধা অর্থাৎ একটা সিস্টেম বা শৃংখলায় বাঁধা। এই সিস্টেম একটু ওলটপালট হলে তোমার জীবন ও দোদুল্যমান হয়ে ওঠে।ঘুম হতে ওঠা থেকে, ঘুমাতে যাওয়া পর্যন্ত আমাদের এই ছন্দে অর্থাৎ সিস্টেমে চলতে হয়।মানুষের স্বপ্ন বা আকাঙ্ক্ষা পরিপূর্ণতা পায় ছন্দময় চলার নির্দিষ্ট গতিতে। তাই জীবনে ছন্দ আনা খুব যেমন প্রয়োজন, তেমনি বাংলাসাহিত্যে ছন্দের ভীষণ প্রয়োজন।ছন্দ ছাড়া বাক্য কাব্যত্ব পায় না, শ্রুতিমধুর লাগে না,তেমনই ছন্দ ভরা জীবন ও সুখের এবং আনন্দে ভরপুর হয়ে ওঠেএইসব বলতে বলতেই ঘন্টার আওয়াজ শুনে স্যার বলেন -আজ তাহলে থাক। আগামীকাল থেকে শুরু করবো ছন্দ।এই বলে উনি বেরিয়ে গেলেন

সন্ধ্যায় বিদিশা গান শুনছিল মিষ্টি করে কর্ড লাগিয়ে, এমন সময় বৌদি শ্যামলী গরম গরম পকোড়া ও চা নিয়ে এসেই জিজ্ঞাসা করে--কীরে শরীর খারাপ?এই অবেলায় শুয়ে আছিস কেন?

না বৌদি শরীর ঠিক আছে।একটু গান শুনছিলাম।

হঠাৎ চা ,পকোড়া দেখে আনন্দে লাফিয়ে ওঠে--এই না হলে তুমি আ হা,জমেযাবে।আমার এই বৃষ্টি বাদল দিনে ঝাল ঝাল পেঁয়াজি চা দারুণ লাগে গো!

শ্যামলী মৃদু হেসে বলে--হ্যাঁ।তোর দাদা ও খুব ভালোবাসতো রে!কথাটা বলেই জানালার দিকে তাকিয়ে চোখ মোছার চেষ্টা করলে তা বিদিশার চোখ এড়ায় না আবার সন্ধ্যায় কেন চোখের জল ফেলছ বৌদি?জানি সান্ত্বনা দেওয়ার ভাষা আমাদের নেই।তবুও তো সে আমাদের দাদা ছিল বলো?কিন্তু তাও বলছি এইভাবে স্মৃতি আঁকড়ে বাঁচা যায়না? কী করতে বলিস আমায়?তোর দাদাকে ভুলে যেতে?

---না,তা বলিনি।শুধু বলছি একটু নিজের দিকে তাকাও,কিছু করো।মা,বাবার নিত্য খোঁটা না শুনে নিজে কিছু করে অন্তত নিজের জন্য বাঁচো।

---কী করবো বল?আমার মা নেই, বাবা গরীব, দাদা-বৌদি দেখে না বোঝা চাপার ভয়ে।এই অবস্থায় কে সাহায্য করবে?কী করবো আমি?তোর দাদা থাকলে কী আর আমার এই??

--সেই জন্যই তো বলছি কিছু করো।স্মৃতির মধুর আবেশ নিয়ে পথ চলতে হয়,স্মৃতির মধ্যে ডুবে থাকলে স্হবিরতা ঘোচে না, জগতের চলমানতার সঙ্গে মানিয়ে চলা যায় না বৌদি।কী যে বলি তোমাকে!

--থাক,নে চা পকোড়া খা তো!এসব ভারি ভারি কথা থাক এবার বল প্রথমদিন কলেজ কেমন লাগলো?

--মন্দ কী।ভালোই তো!দু চারটে বন্ধু ও হল।

এবার হঠাৎ শ্যামলী উচ্ছ্বল হয়ে বলতে শুরু করে --জানিস আমার কলেজের প্রথমদিন তোর দাদাই এগিয়ে এসে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দেয়। আমার একটু ভয় ভয় লাগছিল 'ছেলে বন্ধু 'বাবা শুনলে রাগ করবে ভেবে কিন্তু,,,,?

---কিন্তু কী? বিদিশা কথাটা বৌদির দিকে তাকিয়ে বলতেই দেখে বৌদির মুখটা এক উদ্ভাসিত জ্যোতিতে উজ্জ্বল।কিচ্ছুক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে বলে

বলে---হ্যাঁ গো। তোমায় দাদা ভীষণ ভালোবাসতো তাই না গো?

--হ্যাঁ, বিদিশা। তোর দাদা আমায় আকাশের চাঁদ বললেও হয়তো চেষ্টা করতো।আমায় চোখে হারাতো।অথচ আমি ই তাকে বাধ্য করলাম আর্মিতে জয়েন করতে।যদি না করতাম তাহলে হয়তো এইদিন ......!

--এ তোমার মনের ভুল।তুমি কেন দায়ী হবে?তোমরা ভালোবেসে বিয়ে করার পর একদিনের জন্য মা,বাবা তোমাকে আপন করে নেয়নি।সবসময় দাদাকে খিটখিট করতো বেকার হয়ে বিয়ে করার জন্য।তাই তো বাধ্য হয়েই দাদা এই চাকরি বেছে নেয়।অথচ ছোড়দা এক ই কাজ করেছে কিন্তু ছোটবৌদির বাবা বড়লোক বলে তাকে

কত তোয়াজ করে চলো।সে ও তো বেকার।বাবার ব্যবসায় জয়েন করলো ,সেদিন বড়দাকে করাতে পারতো না?তাহলে তো তোমার জীবন এমন ছন্দহীন হয়ে পরতো না?

--এসব কথা থাক বিদিশা। তবে আমার কপাল খারাপ হলে ও স্বামীর জন্য গর্ববোধ করি। আমি শহীদের স্ত্রী--যে দেশের জন্য কাশ্মীরে জঙ্গিদের হাতে মৃত্যু বরণ করলে ও জঙ্গিদের মেরে মরেছে।

--তোমাকে যত দেখি অবাক হই যেন,তোমার এত ধৈর্য্য, সহ্য দেখে।বাবা,মা তোমার সাথে এমন ব্যবহার করে তবুও তুমি এ মাটি কাঁমড়ে পড়ে আছ-কীসের জন্য?

এমন সময় হঠাত বিদিশার ফোন বেজে ওঠে,ফোনটা দেখে শ্যামলীর দিকে তাকাতেই বুঝে নেয়--ও সায়নের ফোন ?না ও কথা বলো।

আমি আসি অনেক কাজ কথাগুলো বলতে বলতে বেরিয়ে গেল বিদিশা হ্যালো করতেই যত সারাদিনের কথা সব শুরু হলো দুজনের

পরদিন আবার যথারীতি ছন্দ স্যারের ক্লাস আজ শুরুতেই রবীন্দ্রনাথের কবিতা দিয়ে শুরু

"মানুষের জীর্ণবাক্যে মোর ছন্দ দিবে নব সুরঅর্থের বন্ধ হতে,নিয়ে তারে যাবে বহুদূর ভাবের স্বাধীন লোকে"।

বিদিশা বারবার কবিতার প্রত্যেক টি শব্দ শুনতে শুনতে ভাবছে বৌদির কথা। এই ক্লাসটা বৌদি করলে মনে অশান্তি সব চলে যেত।বারবার কবিতার লাইনটা ইকো হচ্ছে।আ হা কী অসাধারণ শব্দ--কী মানে !হঠাৎ স্যার ছন্দের সংজ্ঞা বলে বোঝাতে লাগলেন--" 'ছন্দ' হলো শ্রুতিমধুর শব্দের শিল্পময় বিন্যাস, যা কানে জাগায় ধবনি-সুষমা, চিত্তে জাগায় রস।"সত্যিই তো এই যে ছন্দময় কবিতা যা কানে শুনতে শুনতে বিদিশা এই অদ্ভুত সুন্দর জগতে বিচরণ করে যেখানে কালিদাসের 'মেঘদূত'এর মতো কাব্যিক বিন্যাসে কথা বলছে সায়ন ,আর বিদিশা সেসব শুনতে শুনতে এক রোমান্টিক জগতে প্রবেশ করে।

--এই বিদিশা ক্লাস তো শেষ। তাহলে কী তুই ও ছন্দ স্যারের ছন্দে ঘায়েল? নীরার কথা শুনে চমকে দেখে হ্যাঁ, সত্যিই ক্লাস শেষ স্যার চলে গেছেনবইটা গুছিয়ে বিদিশা, নীরা বেরিয়ে আসতেই দেখে কলেজ গেটে বৌদি ছন্দ স্যারের সাথে কথা বলছে
কী ব্যাপার বৌদি স্যার কে চেনে না কি?

তখন ই দেখে বৌদি বিদিশার দিকে এগিয়ে আসছে--কীরে কখন ছুটি হলো?

এই তো!কিন্তু তুমি এখানে কেন?তাছাড়া তুমি ছন্দ স্যারকে চিনলে কী করে?

নীরা বৌদি শুনে' হা'হয়ে যায় ।—কীরে তোর বৌদি ? হ্যাঁ ।বলেই বৌদির দিকে বিদিশা চেয়ে থাকে।

এবার শ্যামলী বলতে শুরু করে--আরে একঘন্টা যাবৎ সায়ন তোকে ফোন করে পাচ্ছে না।আমাকে,মাকে বারবার ফোন করাতে মা বললেন-তোকে সোজা শপিং এর জন্য সায়নের কাছে নিয়ে যেতে।তোর যা ভোলা মন।বল ভুলে গেছিস?

হ্যাঁ, মানে সুইচ অফ তো ।বাংলা ছন্দ স্যারের ক্লাস ছিল ।

--ছন্দ স্যার মানে?

--বাংলার স্যার।ওই যে তুমি গেটে যাঁর সাথে কথা বলছিলে।তুমি চেন না কি গো- স্যার কে?

শ্যামলী অবাক হয়ে বলে--আমি ছন্দ স্যার কে চিনি মানে?আমি তো ওই ভদ্রলোক কে তোদের ফাষ্ট ইয়ারের কোন্ দিকে ক্লাস হচ্ছে জিজ্ঞাসা করলাম ।

নীরা ও বিদিশার মুখটা চিনিনা শুনে এইটুকু হয়ে গেল দেখে শ্যামলী বলে--কীরে কী ব্যাপার?

বিদিশা বলে--না,ব্যাপার কিছু নয়।স্যারকে সত্যি খুব ভালো লাগলো।ভাবলাম তোমার পরিচিত হলে কথা বলতাম আমরা।

--দেখ স্যারকে কথা বলার ইচ্ছে হলে কারো পরিচিতের দরকার হয়না।নিজের পড়াশোনা, মেধা দিয়েই স্যার কে এমনিই পরিচয় করা যায় ।তখন তোদের নিজেদের নয়,স্যার ই তোদের সাথে পরিচয় করবে নিজে।এখন চল তো সায়ন দাঁড়িয়ে আছে,অনেক দেরি হয়ে গেল ।ও তোর বন্ধুর সাথে পরিচয় হলোনা । আরেকদিন জমিয়ে আড্ডা দেব,আজ আসি ভাই বলে কথাগুলো নীরাকে বলতে বলতে গাড়িতে ওঠে।

বিবেক চ্যাটার্জি বাড়ি ফিরেই হেলমেটটা মায়ের হাতে দিয়েই--খুব কড়া করে আদা দিয়ে তোমার হাতের স্পেশাল চা বানাও তো দেখি !মা রোজকার ছেলের এই ক্ষ্যাপামি দেখে হেসে চা করতে চলে যায়।ততক্ষণে কাজের মেয়ে সন্ধ্যা ব্রেড টোষ্ট করে রেডি।গরমাগরম চা রেডি করতে যেতেই শোভাদেবীকে দেখেই বলে--এসে গেছেন? মা হেসে বলে-হ্যাঁ, পাগল একটা।ওই যে রোজকার মতো আজ ও আদা দেওয়া কড়া চা।

দুজনে একসাথে হেসে ওঠে ততক্ষণে ছেলে বারান্দায় গাছগুলোর কাছে চেয়ারটায় বসে পেপারটা নিয়ে।মা চা,টোষ্ট এনে বসতেই পেপারটা টেবিলে রেখে দেয়।
মা চা টা দিতে দিতে বলেন--কীরে আজ কী আমার ছেলের মুড ভালো?

অবশ্যই মা তোমার ছেলের মুড সবসময় ভালোই থাকে।

আসলে আজ আমি একটু নদীর ধারে ঘুরে এলাম-কী অপরূপ দেখতে -তোমাকে বলে বোঝাতে পারছি না।এক নদী জল,কলকল শব্দ--ছন্দে ছন্দে যেন বয়ে চলেছে।অনেকক্ষণ তীরে বসে বসে এদৃশ্য উপভোগ করলাম।কী যে আনন্দ লাগছিল....!তুমি তো জান মা,আমি প্রকৃতির সবকিছু যেমন -প্রচন্ড বৃষ্টিতে ভিজতে, সবুজ বনানীর বুকে হারিয়ে যেতে কিংবা রাতের রজনীগন্ধার সুঘ্রাণ নিতে আকাশে নক্ষত্রদের সাথে একলা কথা বলতে বলতে যেন খুঁজে পাই প্রকৃত জীবনের ছন্দ, এক অনাবিল আনন্দ।মা ছেলের এইসব ভাবনায় সায় দিলেও ভয় পায়-এমন মেয়ে ঠিক জুটবে তো?তা না হলে যে,ছেলের এই ছন্দময় জীবন বেসুরো হয়ে যাবে ঠাকুর !দেখো

পাগলটার ঠিক ঠাক গতি করো সেদিনটা ছিল বৃষ্টিমুখর রিমঝিম বর্ষার দিন। রবিবার কলেজে ছুটি থাকায় বিবেক চ্যাটার্জি বোনের বাড়ি গিয়েছিলেন।ফিরতে প্রায় সন্ধ্যা উত্তীর্ণ।নিজে ড্রাইভ করছিলেন মারতিটা।

হঠাৎ বৃষ্টির মধ্যে অন্ধকারে গাড়ির সামনে দুটি মেয়ে এসে পড়ে।গাড়ির আলোতে বিদিশাকে কিছুটা চিনতে পেরে নেমে এসে জিজ্ঞাসা করেন--কী ব্যাপার এত সন্ধ্যায় এইরাস্তার মাঝে তোমরা?বিদিশা কাঁদতে কাঁদতে বলে-গাড়িতে উঠে বলছি,এখন আমাদেরগাড়িতে তুলে বাঁচান স্যার।

স্যার তাড়াতাড়ি হ্যাঁ বলে পেছনের দরজা খুলে ওদের বসিয়ে ,পরে নিজে এসে গাড়ি স্টার্ট দিতে কয়েকজন লোক ছুটে আসতেই স্যার স্পিডে গাড়ি চালিয়ে চলে আসেন।বিদিশা, শ্যামলী হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। স্যার এবার পেছনে তাকিয়ে বিদিশাকে বলে--কী হয়েছে লোকগুলো কে?

বিদিশার ভয়ে গলা আটকে যাচ্ছে তবু বলে--স্যার আমি ও বৌদি বেড়িয়েছিলাম বৌদির বাবা অসুস্থ হসপিটালে, উনাকে দেখতে। কিন্তু মাঝরাস্তায় গাড়ি খারাপ হলে ড্রাইভার মিস্ত্রি আনতে গেছে।আমরা গাড়িতে বসেছিলাম।

হঠাৎ করে ওই লোকগুলো আমাদের সঙ্গে অশ্লিল কথাবার্তা বলতে

বলতে গায়ে হাত পর্যন্ত দিতে এলে আমরা ছুটে চলে আসি। আর তারপর ই তো ঈশ্বরের কৃপায় আপনার সাথে দেখা। তাছাড়া যে কী হতো ঈশ্বর ই জানেন।--তা তোমাদের সাথে আর কেউ ছিল না না স্যার ! কে আর থাকবে?গতবছর আমার বড়দা কাশ্মীরে জঙ্গিদের গুলিতে মারা যায়।দাদা আর্মিতে ছিল। আর বাবা বা ছোড়দা র কথা বলছেন--ওরা ভীষণ ব্যস্ত কী না !

শ্যামলী অন্য কিছু বলতে পারে ভেবে বিদিশার হাতটা টেনে দেয় আচ্ছা এবার বলুন কোনদিকে যেতে হবে ?

আর বেশিদূর যেতে হবেনা স্যার৷এই মোড়টায় ছেড়ে দিন গাড়ি পেয়ে যাব। না,না তা কী করে হয়?আমি বরং ছেড়েই দিয়ে আসি--না হলে আবার বিপদে পড়লে সব বৃথাই যাবে।

শ্যামলী এবার বলে ওঠে--আমরা এবার চলে যেতে পারব স্যার৷এমনিতেই আপনার অনেক দেরি করে দিলাম। আর চাইনা আপনার অমূল্য সময় নষ্ট করতে।

--দেখুন আমি ঘড়ির ছন্দে ছন্দে জীবনে চলি ঠিকই কিন্তু মাঝেমধ্যে যে গতি ব্রেক হবেনা, এমন তো দিব্যি দিইনি৷

এরপর এরা দুজনে আর কথা না বাড়িয়ে বাড়ির ঠিকানা বলে৷কিন্তু শ্যামলীর ভয়ে গলা শুকিয়ে আসছে,যদি চিৎকার শুরু করে দেয় বাড়ির সব৷বিদিশা বুঝতে পেরে আশ্বাস দেয় বৌদির হাতে হাত রেখে৷

বাড়ির গেটে ওদের নামিয়ে দিয়ে স্যার গাড়িতে বসে পড়লে বিদিশা জিজ্ঞাসা করে--স্যার ভেতরে যাবেন না?এতটা এসে আর বাড়ি ঢুকবেন না?চলুন না স্যার !

--না,আজ থাক বাড়িতে চিন্তা করবে৷অন্য কোনো একদিন আসা যাবে৷

শ্যামলী বলতে গিয়ে চুপ হয়ে গেল, যেটা স্যারের চোখ এড়ায় না।ওরা ভেতরে চলে যেতেই স্যার গাড়ি স্টার্ট দিয়ে আসতেই গাড়িতে কার ফোন বাজছে।স্যার ফিরে ফোনটা দিতে দরজায় দাঁড়াতেই শুনতে পায় ভীষণ চিৎকার।কথা শুনে মনে হলো বিদিশার বৌদিকে বাড়ির সব অপমান করছে।শুনে মনটা খারাপ হয়ে আর ফোন না দিয়ে স্যার বাড়ি চলে আসেন। মাকে রাতে খেতে খেতে সব বলেন। মা শুনেও দুঃখ পেলেন মেয়েটির জন্য। অনেক রাতে আবার ফোন বিদিশার--স্যার ওই গাড়িতে এই ফোনটা ছিল?

---হ্যাঁ পেয়েছি।আগামীকাল কলেজে নিয়ে নিও

--ধন্যবাদ স্যার।ওটা বৌদির ফোন।

পরদিন অফিসে নিবারণদাকে ফোনটা দিয়ে স্যার ক্লাস করতে গেলেন।ফেরার পথে বিদিশাকে অফিস থেকে ফোনটা নিতে বলে চলে গেলেন।নীরা ইয়ার্কি করে বলে--কীরে ছন্দ স্যারের কাছে তোর ফোন মানে?কী ব্যাপার?বিদিশার কালকের ব্যাপারের পর মন ভালো নেই।বিরক্তের সঙ্গে বলে--ও কিছু না।পরে একদিন বলবো।

এদিকে স্যার ও ক্লাস করতে করতে লক্ষ্য করেছেন-বিদিশা আজ কেমন যেন অন্যমনস্ক, চিন্তিত।বৌদিটা এত ভালো শান্ত,ভদ্র, স্নিগ্ধ , ব্যক্তিত্বময়ী এক মহিলা তবুও কেমন যেন সবসময় ভয়ে ভয়ে থাকেন।তাহলে কি বাড়ির কেউ উনাকে পছন্দ করেন না?যাক গে

পরমুহূর্তেই ভাবেন ধ্যাৎ আমি কেন ভাবছি এসব?গতকাল থেকে এই ভেবে ভেবে আমার জীবনে ই যেন ছন্দপতন শুরু হয়েছে।না ,আর ভাববো না।মা ও কদিন লক্ষ্য করেছেন ছেলে কী নিয়ে যেন চিন্তিত ভাবলেন একদিন জিজ্ঞাসা করবেন, কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই আবার সব ঠিকঠাক।ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে সঙ্গে ছন্দ মেনেই যথারীতি জীবন শুরু।যাক বাঁচা গেছে ।পি এইচ ডিগ্রিটা শেষ হলেই একটা ভালো মেয়ে দেখে চারহাত এক করে দিলেই মায়ের দায়িত্ব শেষ। এইভাবেই ছমাস কেটে গেল, থিসিস জমা পড়লো।স্যার আবার সেই উদ্যমে ক্লাস শুরু করছিলেন।একদিন সন্ধ্যায় মাকে বললেন--আজ সমুর বিয়ে মা,বরযাত্রী যাব।ফিরতে রাত
হলে তুমি শুয়ে পড়বে,আমি অন্য একটা চাবি নিয়ে যাচ্ছি।
মা জিজ্ঞাসা করলেন--কোন সমুরে?ওই যে আমার ক্লাসমে ট। কতবার আমাদের বাড়ি এসছে,তোমার হাতের মালপোয়া খুব ভালোসতো!ও মনে পড়েছে।তা ও এখন কী করে রে?

একজন ইনকাম ট্যাক্স অফিসার।আচ্ছা পরে কথা হবে আজ আসি

আয় বাবা !সাবধানে যাস।

শহরের সবচেয়ে নামকরা বিলাসবহুল হোটেলে বিশাল জাকজমকপূর্ণ ভাবে বিয়ে হচ্ছে।বন্ধুরা ও বেশ মজা করতে করতে ঢুকছে।সবাই বিয়ে বাড়িতে একসাথে হলে যা হয় হৈহুল্লোর মস্তি

করতে করতে ঢুকেই স্যার দেখেন--এ কী বিদিশা না?বিদিশা ও স্যার কে দেখে আনন্দে প্রণাম করতে এলে,স্যার বাধা দেন।বন্ধু রা ও 'হা'।

এখানে ও স্টুডেন্ট ? এ ভগবান কোথায় তোমার পার্শন্যাল লাইফ বস?

বিবেক স্যার এসে বলে--কীরে সমু বলিস নি তো তোর হবু স্ত্রী আমার ছাত্রী?

---না,এটাই সারপ্রাইজ বস।পরে বলবো তোমার কলেজে আবার একটা 'নাম 'আছে।

--মানে?

-ধীরে ধীরে বৎস পরে সব বলবো ।এমন সময় হৈহুল্লোর করতে করতে বিদিশার বন্ধুরা এসে ও 'থ' ছন্দ স্যারকে দেখে ।স্যার ওদের ব্যাঘাত ঘটছে দেখে বলেন--আরে আজ স্যার নয়,আজ যাও আনন্দ করো। সবাই আনন্দে হৈহুল্লোর করতে করতে চলে যায়।
এরপর বিয়ে শুরু হয়,বিবেক পাশেই থাকে,কিন্তু মনটা খুঁজছিল ওর বৌদিকে ।একটু পরেই দেখেন একটা হালকা আকাশী রঙয়ের জামদানি পরে শ্যামলী আসছে।কী অসাধারণ লাগছে !--না, না, আমি এ কী ভাবছি ? শ্যামলী হঠাৎ স্যার কে দেখে নমস্কার করে বিদিশার পেছনে দাঁড়ায়। এবার সিঁন্দুর দান পর্বে পুরোহিত বিদিশার

মাথা ঢাকতে বললে,শ্যামলী ওদের দেওয়া বেনারসীটা খুলে ঘোমটা আকারে মাথাতে দিতে ই এক ভদ্রমহিলা ছুটে আসেন---এ কী করছ তুমি?জান না,তুমি একজন বিধবা মহিলা।তাই তোমার হাত দেওয়া উচিৎ হয়নি।কী যে অমঙ্গল হবে কে জানে?

বিদিশা বলে ওঠে--মাসিমণি ভেবে কথা বলো।

এমন সময় বিদিশার মা,ছোট বৌদি,পিসিমণি সবাই এসে তাকে নানারকম অভদ্র ভাবে কথা শোনাতে থাকায় বিদিশা প্রতিবাদ করলেও কেউ ভ্রূক্ষেপ করেনা।শ্যামলী কাঁদতে কাঁদতে ওখান থেকে চলে যেতেই বিবেক স্যার হাতটা ধরে বলেন--দাঁড়ান !

শ্যামলী ঘুরে দেখে স্যার--এ কী?

--আপনি কোনো দোষ না করে এই অন্যায় কথা সহ্য করে ,প্রতিবাদ না করে চোখের জল ফেলে চলে যাচ্ছেন কেন?

শ্যামলী কাঁদতে কাঁদতে বলে--কী বলবো আমি?আমি তো সত্যিই অপয়া,বিধবা।

আজ একবিংশ শতকে দাঁড়িয়ে ও একজন শিক্ষিত মহিলা হয়ে এমন কথা বলতে বা শুনতে আপনার বিঁধছে না?আর আজ বুঝছি মহিলাদের এই দূর্ভাগ্যের জন্য দায়ী মহিলারাই।কিছু জন চালুনি হয়ে সুঁচের বিচার করে;আর কিছু জন এত ভদ্র নম্র যে নিজের অপমানের

প্রতিবাদ ও করতে জানে না ? আমি তাদের উভয়কেই ঘৃণা করি

কেন চলে যাচ্ছেন যদি প্রতিবাদ করার ক্ষমতা নেই, নেই

আত্মসম্মানবোধ-তবে এভাবে দিনের পর দিন পড়ে পড়ে মার

খাচ্ছেন কেন?শ্যামলী হঠাৎ জোরে জোরে কেঁদে বলে--কী করবো

আমি?আমি যে অসহায়, স্বামী নেই, নেই বাপেরবাড়ি র সামর্থ্য।তাই

আমাকে তো এমনিভাবেই বাঁচতে হবে। প্লিজ একটাই অনুরোধ আর

অশান্তি না বাড়িয়ে সিঁন্দুর দানটা হতে দিন।

বিবেক স্যার চুপ করে যেতেই এক বয়স্ক ভদ্রমহিলা হঠাৎ বলে

ওঠেন--তুমি কে হে?

তোমার এত বুকে ব্যথা লাগছে কেন ?

বিদিশা আবার কাঁদতে কাঁদতে চিৎকার করে ওঠে--প্লিজ

দিদা,এখান থেকে যাও।

কেন যাব?বলি আমরা আমাদের ঘরের বৌকে বলছি,তা ও কে এর

মাঝে ঢোকার?আমরা যা খুশি বলবো,কাটব,মারবো-তাতে ওর কী?

শ্যামলী হাত জোর করে শান্ত হতে বললে, পুরোহিত যখন মন্ত্র পাঠ

করে সিঁন্দুর দিতে বলেন, সায়ন

বিদিশার সিঁথি ভরিয়ে দিতে ই হঠাৎ বিবেক স্যার ওখান থেকে সিঁন্দুর

নিয়ে শ্যামলীর সিঁথি ভরিয়ে দেন।শ্যামলী অবাক হয়ে বলে---এ কী

করলেন আপনি?আমার এ কী সর্বনাশ করলেন রাগের মাথায়?

স্যার অত্যন্ত শান্ত ভদ্র ভাবে বলেন---সর্বনাশ করতে একাজ করিনি, আর আমি একজন অধ্যাপক হয়ে হঠকারিতা ও করিনি।আমি শুধু আপনাকে এই নরক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিয়ে একটা সুন্দর সুস্থ, আনন্দে ভরা ছন্দময় জীবন দিতে চেয়েছি।হয়তো বিয়ে না করে বন্ধু ভেবে পাশে সাহায্য করে দাঁড়াতে পারতাম, কিন্তু আপনার পরিবার,আপনার ভিতু মানসিকতা এটা কোনোদিন হতে দিতো না।আপনাকে সেই নরকেই পচে মরতে হতো।

তাই এক্ষুনি এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হলাম।সেই সন্ধ্যায় বিদিশা, আপনাকে দিতে এসে না ঢুকে চলে গেলে ও একটু পর আপনার ফোন দিতে এসে পরিবারের কাছে

আপনাকে অপমানিত হতে দেখি।সেদিন কিছু পারিনি।কিন্তু আজ আর পারলাম না,একজন

সমাজগড়ার কারিগর হয়ে একটা মেয়ের অপমান দেখে চুপ করে থাকতে?নিজেকে হীন

লাগছিলতাই......?

নীরা,দিশা, রঞ্জন, বন্ধু রা সবাই --জয়' ছন্দ স্যারের জয়' জয়ধবনি দিলে বিদিশা আনন্দে আত্মহারা

হয়ে শ্যামলীকে জড়িয়ে ধরলে,শ্যামলী কাঁদতে কাঁদতে

বলে--কী তাই ?আপনি আমায় করুনা করলেন স্যার ?

--না,ভুল ভাবছেন হয়তো পাশে দাঁড়ানোর মানসিকতা ছিল, কিন্তু করুণা নয়।

প্রথম দেখেই ভালো লেগেছে তাই জীবনের এত বড় সিদধান্ত নিতে দ্বিধাবোধ করিনি।

সায়ন ছুটে এসে বলে--তুই একদম ঠিক করেছিস বিবেক।বিদিশা এসে প্রণাম করে বলেন--আপনি এক মহান কাজ করেছেন স্যার।আমি খুব খুশি।

আপনি সত্যিই বৌদির ছন্দহীন জীবনে ছন্দ ফিরিয়ে দিলেন।

কিন্তু স্যার আপনার বাড়ির লোকজন?এদিকে না হয় ,এরা তো বাঁচলো ঘাড় থেকে নামিয়ে......!

--চিন্তা নেই।বাড়িতে শুধু আমার মা।আমার ইচ্ছাই তাঁরইচ্ছা, আমার খুশিই তাঁর খুশি।কথাটা বলতে বলতে স্যার মা-কে ফোন করতে গেলেন হ্যালো মা,,,,,,,,,,,,,,,, সার বাড়ির লোক ঘরে ঢুকে যায়।স্যারের বন্ধুদের ,ছাত্রছাত্রীদের আনন্দের বন্যা বয়ে যায় ঘোড়সওয়ার এর যুদ্ধ এক অভাবনীয় সাফল্যে।

অনন্যা

ঐশী বিশ্বাস

অফিসে ঢুকতে সেই লেট হয়েই গেল অনিমেষের , ঘড়ির কাঁটায় প্রায় ১০:১০ ছুঁইছুঁই। তবু রক্ষে আজ এখনও বড়সাহেব আসেননি চেয়ারে বসতেনা বসতেই মৃণালদা
“বৌদি মনে হয় আজ বেশ ভালো মন্দ রান্না করেছে , তাই অনিমেষের এতলেট বলেই হাসতে লাগলো। নির্বিবাদী, সদালাজুক, স্বল্পভাষী,একেবারে নিপাট ভালো মানুষ অনিমেষ তার সেই অতিপরিচিত লাজুকহাসিটি হেসে মুখটা নামিয়ে নিলো।
সে অফিস পিকনিকই হোক কিংবা কলিগদের গোয়াটুর সবেতেই তার সেই একটাই অজুহাত “নাগো আমি যাবনা....

তোমাদের বৌদির এসব পছন্দ নয় ।

আরএইস্বভাবেরজন্যতাকেএযাবৎটিপ্পনিওকমশুনতেহয়নিদিওতাতে তার বিন্দুমাত্র কোনো হেলদোল নেই। যে কাজ পাগল অনিমেষ ছুটি নেয়না বললেই চলে সে হঠাৎ করে তাও আবার এই মার্চ মাসে ইয়ার ডিংএরসময়একদিননয় একেবারে দুটো দিনের ছুটির আর্জি রায়, সবকলিগদেরমধ্যেইবেশচাপাগুন্জন,

আর কৌতুহল দমন করতে না পেরে অতনুরা শেষ মেষ চেপেই ধরলো অনিমেষকেপ্রথমদিকে নানা বললেও,শেষে একটু লাজুক ভাবেই বলো"২৫তারিখআমাদেরবিবাহবার্ষিকী"

এইনিয়েবেশকিছুক্ষণচললোহাসি ঠাট্টা।

আজসকালেপরমাকেআরনাডেকেই,ভোরভোরউঠেএকাইপরমারপছন্দেরসবদরান্নাকরেছে

অনিমেষনিজেহাতেসারাবাড়িসাজিয়েছেপরমারপছন্দেরজুঁইফুল দিয়েই....সুগন্ধিতেএকেবারেমমকরছেচারদিক।আগেরদিনঅফিস ফেরতআনালালগরদেরশাড়ীটাঠিকপরমারপাশেরেখেস্নানেগেল। পরমারএসবদেখলে নিশ্চয়ইখুবখুশিহবে! হটাৎকলিংবেলেরশব্দ, এইসাতসকালেআবারকে!আত্মীয়স্বজনবলতেতোতরফেরইবিশেষ কেউনেই।দরজাখুলতেইদেখহাজিরঅফিসেরএকদল, এতফুলআরমিষ্টিনিয়ে দেখামাত্রইএকগালহেসেমৃণালদাবললো, "কিভায়া! কিভেবেছিলে!

বৌদিকে লুকিয়ে রাখবে ? আমরা নিজেরাই চলে এলাম আলাপ

করতে।"অনিমেষশুধুহেসেবললো, "খুবভালোকরেছেন;উনি পাশের

ঘরেইআছেন, আসুন ।" পাশের ঘরে ঢুকেই সবাই যেন স্থানুরমত
দাঁড়িয়ে রইল, বাকশক্তিহীন ; ঘরের মাঝখানে
মোমবাতি দিয়ে সাজানোএকটি টেবিল,আর সেখানে
জুঁ ইফুলের মালা দিয়ে সাজানো চন্দনচর্চিত এক নারীর ছবি !
ঘরের সেই ভারী নিস্তব্ধতা ভঙ্গকরে অনিমেষবললো , "বিয়ের
৫মাসের মাথায় উনি চলে

যান ....আজ আমাদের ১২তম বিবাহবার্ষিকী"।

অলৌকিক সত্য

রিষভ দাস

আজ থেকে ত্রিশ বছর আগে আমাদের পরিবার একান্নবর্তী না বলে একশো একান্যবর্তি বললেও কম হতো।তবে এখন ছোট ছোট সংসার হলেও সম্পর্ক গুলো মুছে যায়নি। তাই জন্যই হয়তো এই গল্পটার প্রতি এতটা বিস্বাস জন্মালো আমার। গল্পটা আমার জেঠুর থেকে শোনা। জেঠুর তখন ২৪ কি ২৫ বছর বয়স, গিয়েছিল দূরসম্পর্কের এক দিদির বাড়ি রূপনারায়নপুর। সেই বাড়িতে তখন পিসি পিসেমশাই আর তাদের ছেলে থাকে। এবার সেই বাড়ির বর্ণনা দিই একটু।

বাড়িতে ঢুকেই ছোট্ট একটা বসার ঘর। বসার ঘরের বাম দিকে ছোটমতন বারান্দা ,সেই বারান্দাতেই রাখা আছে একটা চৌকি।

বারান্দার সামনে গ্রিল বসানো।বেশ হাওয়া খেলে সারা ঘরে৷ বসার

ঘর থেকেকেই দরজা দিয়ে যাওয়া যায় বেডরুমে। রাতের খাওয়া

দাওয়ার পর জেঠুকে শুতে দেওয়া হয় বারান্দার চৌকিতে।
বাইরের ফুরফুরে হওযায় সারাদিনের পর খুব তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে

পড়েন জেঠু।

তবে মাঝরাত নাগাদ হটাৎ ঘুম ভেঙে যায় কোনো কারণে।
চোখটা খুলতেই ভয়ে গোটা শরীর যেন কাঠে পরিণত হয়ে গেল৷
গ্রিল ধরে দাঁড়িয়ে আছে এক অবয়ব, আর দুটি চোখ লাল হয়ে

জ্বলছে, অবয়বটি যেন রাগে ফুঁসছে। সেকেন্ডের মধ্যে গ্রিল ছেড়ে
মশারি ভেদ করে জেঠুর শরীরের মধ্যে দিয়ে যেন নীচে চলে যায়
সেটি৷ জেঠুর শরীরে তখন তীব্র বেদনা অনুভব হয়৷ ভয়ে প্রানপনে
চিৎকার করে উঠে বসেন জেঠু৷ পাশের ঘরে থেকে ছুটে আসে
পিসি পিসেমশাই৷ দুজনকে ঘটনাটা বললে তারাও বেশ ঘাবড়ে
যায়৷ তারা
তখন জেঠুকে জানাই যে এই ঘরে আগেও কিছু কিছু অলৌকিক
ঘটনা ঘটেছে
জেঠু ভীষণ ভয় পেয়ে যায়৷ আমি বেশ অবাক হই এই ঘটনা শুনে
কারণ ছোট
থেকেই জেঠুকে বেশ রাশ ভারী লোক হিসাবেই দেখেছি৷ হয়তো

সেই কারণেই জেঠুর সেদিন কোনো ক্ষতি হয়নি। জেঠু পরের দিন বাড়ি ফিরে এসেছিল। কিন্তু পিসি পিসেমশাই খুব চিন্তায় ছিল।

পিসেমশাই এর অফিসে এক বন্ধু ছিল, যে তন্ত্র মন্ত্রও জানতো। অনেকেই এসবকে ভণ্ডামি বলে থাকে, আর এমনিতেও এই সব দিয়ে পেট চলেনা তাই চাকরিও করেন তিনি। তাকে পিসেমশাই কথায় কথায় জেঠুর সাথে ঘটে যাওয়া গল্পটি বলে। সে অবাক হয়ে শুনে, পিসিমসাইকে বলে যে সে একবার তাদের বাড়ি গিয়ে দেখতে চায়। পিসেমশাই ওর ও না রাজি হওয়ার কোনো কারণ ছিল না, দু তিন দিন পর এক সন্ধ্যাবেলায় এলো সেই তান্ত্রিক। হাতে একটি লাল জবা আর একটা ঝোলা ব্যাগ নিয়ে। গল্পের এই অংশটা জেঠু শুনছিল পিসির কাছথেকে। সেই তান্ত্রিক গোটা ঘর ঘুরে এসে দাঁড়ায় সেই চৌকির কাছে। আদেশ দেন চৌকিটা

সরানোর ।

এরপর চৌকির নীচের ফাঁকা মেঝেতে একটি গোল করে দাগ

কাটেন চক জাতীয় কিছু একটা দিয়ে ।

এবং বলেন একজন লেবারকে ডেকে আনতে মেঝের সেই অংশ ভাঙতে হবে। তাঁর কথা মতন ডাকা হয় লেবার। প্রথমে সেই লেবারকে পুজো ও মন্ত্রের মাধ্যমে সুরক্ষিত করেন তিনি , এর পর ঘরের বিভিন্ন

কোনায় চারদিকে ব্যাগ থেকে সরষে পোড়া বের করে মন্ত্র পড়তে পড়তে ছড়িয়ে দেন। এরপর বলেন সেই চিহ্নিতঅংশ খুঁড়তে। বেশ

কিছুক্ষণ খোঁড়ার পর গর্ত থেকে বেড়িয়ে আসে নর কঙ্কালের

একটি হারের টুকরো। ভয়ে বেশ কিছুটা দূরে চলে যায় পিসি।
সেই তান্ত্রিক কোনো কথা না বলে সেই টুকরো একটি লাল সালুতে
মুড়ে নিয়ে বিদায় নেন।আর একটি মন্ত্র পড়া জল দিয়ে যান, স্নানের

পরে ছিটিয়ে নিতে বলেন সকলকেই।
কয়েকদিন পর তিনি জানান যে এই স্থানটি অনেক আগে তৎকালীন
রাজার বাগান ছিল আর এখানেই এক ব্যক্তিকে জ্যান্ত পুঁতে হত্যা
করার আদেশ দিয়েছিল রাজা। আর সেই ব্যাক্তির আত্মা এখানে
তান্ডব করতো। তিনি আরো জানান যে খুব ভালো সমইয়েই
সেখান থেকে সরানো হলো এই অশরীরিকে, সেই অতৃপ্ত আত্মা
নইলে আরো ক্ষতি করতে পারতো তাদের।
৩ বছর আগে আমার ঠাকুমা মারা যান। আদস্রাধের নেমন্তন্ন করতে
সেই পিসির বাড়ি যাচ্ছিল জেঠু আর জেঠুমা, এই সুযোগ আমি
ছাড়িনি জেদ ধরি আমিওযাবো তাদের সাথে নেমন্তন্ন করতে।
উদ্দেশ্য টা ছিল গল্পের বাড়িটাকে একবার চাক্ষুস দেখার। একদম
হুবহু মিলে যাচ্ছে গল্পের সাথে। তবে সেই বারান্দাতে এখন আর
চৌকি নেই, আছে টিভি আর টিভির টেবিল। আর টেবিলের নিচে
লাল মেঝের মাঝে একটা ফুটবলের আকারের গোল জায়গা
সিমেন্টিং করা। বুঝতে আর বাকি রইল না যে এই সেই জায়গা
মিনিট দশেক পরের বিদায় নিলাম পিসিদের সাথে এখনো
সম্পর্কটা ছিল বলেই গল্পটার প্রতি বিস্বাস টা জন্মালো আমার ।

বিরহের বেলা

বিক্রম শীল

আজ মহালয়া , বন্ধু-বান্ধবীরা এবার একটা পুনর্মিলন করবে বলে পরিকল্পনা করেছে আমাকে বলেছিল আগেই। তবে ভুলে গেছিলাম, অভ্র ফোন করে মনে করিয়ে দিল। জীবনের প্রচলিত আনন্দের ফল্গুধারা কবেই বিলীন হয়ে গেছে , এসবে আর আগ্রহ পাইনা এখন। অভ্র মনে না করিয়ে দিলে হয়তো ভুলেই যেতাম। ওর কাছেই শুনলাম আজ নাকি অবন্তিকা আসছে ওখানে... কথায় বলে নদী শুকিয়ে গেলেও নাকি তার রেখা থেকে যায়। যতই তার জীবনে প্রাক্তন হয়ে যাই না কেন, ভালোবাসার মানুষের নামটা শুনে একে একে কত পুরোনো কথা মনে পড়ে গেল।

অবন্তিকা... কলেজের কত ছেলের যে ক্রাশ ছিল ওর ওপরে। কিন্তু বেচারী প্রপোজ করলো কিনা আমাকে। আমি একটা নির্গুণ মানুষ না পারি কবিতা লিখতে না পারি গান গাইতে, ওই কলেজের অনুষ্ঠানে টুকটাক সঞ্চালনাটা করা হয়। সেটা আবার এমন কি!
সম্পর্কটা টিকলো না জানেন। গত দু'বছর ধরে আমাদের কোন কথা হয় না। অন্যদিকে কি জানি না কিন্তু আমার দিক থেকে ভালোবাসাটা একইরকম আছে একদম প্রথম দিনের মতো। একটা সম্পর্ক নাই থাকতে পারে কিন্তু সেই প্রথম কথা বলা, প্রথম দেখা করার দিনগুলো, রাত জেগে কথা বলার মুহূর্তগুলো সবসময় খুব স্পেশাল...

নিশ্চই এটাই ভাবছেন যে সম্পর্কটা কেন ভাঙলো...!?

ওই যে দুজনের ইগো |ঝগড়াটা হয়তো সব রিলেশনশিপেই খুব কমন আমাদেরও ঝগড়া হত। তবে ঝগড়া হলেও ভালোবাসাটা ছিল। আসলে কথা না বলে থাকতে পারতাম না আমরা। ঝগড়াটা শেষ দিকে বাড়াবাড়ির পর্যায়ে চলে গেছিল। দুজনেই আগে কথা বলে ঝগড়াটা মেটাতে চাইনি। পৃথিবীতে কত সম্পর্কই হয়তো ভেঙ্গে গেছে কথা না বলার জন্য। আচ্ছা ও কি পারতো না একবার আমাকে একটা ফোন করতে?
সব ভুল বোঝাবুঝি মিটিয়ে নিতে ?

ব্রেক-আপ এর পর মেজর ডিপ্রেশনে চলে গেছিলাম আমি | আশেপাশের কোন কিছুই মেনে নিতে পারতাম না। সবচেয়ে কষ্ট হত আমার জন্য বাবা মায়ের চোখে জল। আসলে এতদিনের অভ্যাস |

অবন্তিকা-কে ভুলতে পারছিলাম না , কষ্ট হচ্ছিল খুব। আসলে ভালোবাসার উলটো কখনো মন্দ বাসা নয় কারণ মনে ভালোবাসার মানুষের শূন্যতা তৈরি হলে সেখানেও ভালোবাসার তাজমহল গড়ে ওঠে। আমি তেমন মানুষও নই শুধু প্রেমটা টিকলো না হলে ভালোবাসার মানুষের নিন্দে মন্দ করে বেড়াবো |

আমি যে ভালোবেসেছি হৃদয়ের সবটুকু দিয়ে...

আমি তো ভেবেছিলাম অবন্তিকা-কে ছাড়া বাঁচবোই না| অথচ আজকে দেখুন সেও বেঁচে আছে, আমিও বেঁচে আছি , মাঝখান থেকে একা থাকাটা শিখে গেলাম
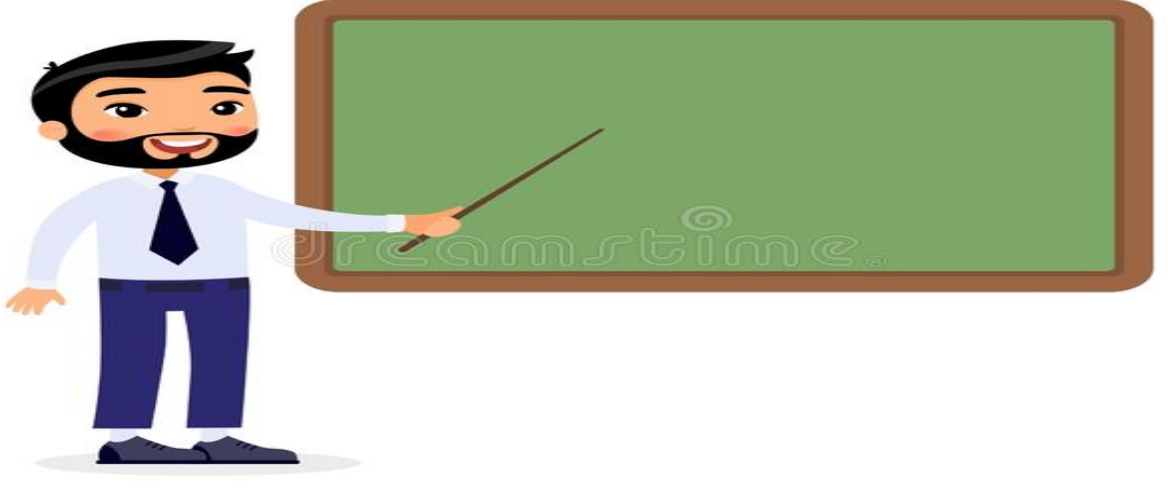
থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার

রক্তিম ভট্টাচার্য

(১)

"থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বারে মেন ভার্বের সাথে এস বা ইএস যুক্ত হয় তোকে হবে বোঝাতে কতবার ঠিক আর এটা -?", প্রচন্ড উত্তেজিত স্বরে কথাটা বলে হাতের স্কেলটা টেবিলে ঝাপটালেন নিশীথবাবু। সামনে মুখ নীচু করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে মকাই। চোখে জল, চুল এলোমেলো, হাতে পায়ে সদ্য মারা কাঠের স্কেলের আঘাতের লাল রগরগে দাগ। সত্যিই তোগেল হয়ে সিক্স ক্লাস !, অথচ ফোরে শেখানো একটা ছোট্ট নিয়ম এখনও সে ঠিকভাবে শিখে উঠতে পারেনি

থ্রি থেকে টানা মকাইদের ব্যাচের ইংলিশ ক্লাস নেন নিশীথবাবু |
কড়া ধাতের মানুষ মোটেই নন, বরং মুখে একটা তৃপ্তির হাসি
লেগেই আছে সবসময়| কথা বলতে ভালোবাসেন খুব| কিন্তু
কোনো বিষয়ে রেগে গেলে তখন আর তাঁকে চেনা যায় না | এটাও
সেই তাই| সেই ফোরে প্রথম শিখিয়েছিলেন, "শোনো, পার্সন আর
নাম্বার তোমরা শিখেছো| ফার্স্ট পার্সনে আইউই-, সেকেন্ড পার্সনে
ইউদে-শি/হি পার্সনে থার্ড আর ইউ-| কেমনভাবে ভার্ব ব্যবহার হয়
সেটাও বলেছি তোমাদের| আজ একটা ব্যতিক্রম শেখাবো, এটা
ভালো করে মনে রাখলে কোনোদিন ইংলিশে অসুবিধা হবে না|"
বলে শিখিয়েছিলেন সেই অমোঘ নিয়ম, "থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার
নাম্বারে মেন ভার্বের সাথে এস বা ইএস যুক্ত হয় একেবারে এইটা -
হবে নিতে করে ঠোঁটস্থ|" উদাহরণও দিয়েছিলেন নিশীথবাবু, "এই
ধরো, আই গো| এটা ফার্স্ট পার্সন সিঙ্গুলার| সেকেন্ড পার্সন
সিঙ্গুলারে ইউ গো| কিন্তু থার্ড পার্সন সিঙ্গুলারে হবে হি অর শি
গোজ| বুঝলে?"

সকলের সমস্বরের সাথে মকাইও মাথা হেলিয়েছিল ডান থেকে বামে। যদিও বোঝেনি কেন এরকম হয়। জিজ্ঞেস করবে? ভেবেও উৎসাহ দমন করে নিয়েছিল। ব্যাপারটা ঠিক মাথায় ঢোকেনি তার
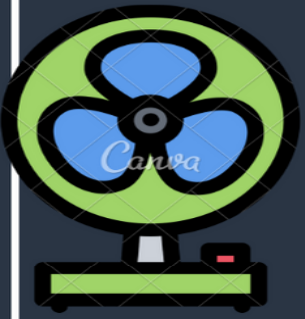
আমি যাই , তুমি যাও, সে যায়। সব যাওয়াই তো এক । তো হঠাৎ করে এস বা ইএস এসে কী উপকার করল সে ভেবে পায়নি ।

তাও হি বা শিছিল ঠিক তে- । হুড়মুড় করে নানান নাম দিয়ে বাক্য দেওয়ায় ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিল মকাই। হি গোজ, শি প্লেজ মোটামুটি ধাতস্থ হলেও রাজু ডাজ, রীতা রানস, পল্টু ফাইটস - ঠিক হয়নি হজম ব্যাপারটা। এ কী রে বাবা নাম অজস্র তো এ ! আছে। কতজনের জন্য এরকম হবে? নিশীথবাবু বলেছিলেন, আই, ইউ বাদে অন্যান্য যাবতীয় থার্ড পার্সন সিঙ্গুলারেই ভার্বের সাথে এস বা ইএস যুক্ত হবে। কিন্তু এই জায়গাটা কোনোমতেই মকাইয়ের বোধগম্য হয়নি। শুধু সবার তালে তাল মিলিয়ে মাথা নাড়ানো ছাড়া আর কোনো রিয়্যাকশন সে দিতে পারেনি ।

এরপর নিশীথবাবু টানা ক'দিন বেশ কিছু বাক্য দিতেন রোজ প্র্যাকটিস করার জন্য। সবাই অল্পবিস্তর ভুল প্রথম প্রথম করলেও পরে শুধরে নিয়েছিল। শোধরায়নি শুধু মকাইয়ের। সে প্রতিদিন একই ভুল করত। হি বা শি বাক্য দিয়ে নাম বদলে এর-দিলেই ব্যাস্ । মকাই তখন ভোঁতাই। বোঝানোর জন্য নিশীথবাবু তার বন্ধুদের

নাম দিয়ে উদাহরণ দিতেন, "এই দেখ, ধর প্রীতম গিভস ইউ আ পেন। সোমক প্লেজ উইথ ইউ। এইরকম, বুঝলি?" তাও সেই এক গন্ডগোল । হি রাইজেজ , শি রাইজেজ , কিন্তু সৌগত রাইজ !

অনেকবার বকুনি খেলেও শোধরায়নি মকাই। ফোর পেরিয়ে ফাইভ পেরিয়ে সিক্স হয়ে গেছে, খটখটে হাত বাড়তি পাগুলো-রেখেছে দাবি রবস্ত্রে, বইয়ের মলাটে রোল নম্বর চরিত্রহীনের মতো এগোনোপিছোনো করেছে , ক্লাসরুমের চারটে দেওয়ালের রোজনামচা পরিবর্তিত হয়েছে, কিন্তু শীতঘুমের কুনোব্যাঙের মতো থেমে আছে শুধু দুজন । এক, নিশীথবাবু , যিনি বারবার মকাইদের ব্যাচের ইংরেজী শিক্ষার দায়ভার নিজকাঁধে পিকআপ করে নিয়েছেন, আর দুই, অন্ধকারের ভূতের ভয়ের মতো চিরকালীন নিয়মানুসারে মকাইয়ের ভুল । হি গিভস , শি গিভস , কিন্তু অনীক গিভ!

"এইভাবে চলতে থাকলে কোনোদিন ইংলিশ শিখতে পারবি না মকাই, প্রতিটি পরীক্ষায় ফেল করবি কিন্তু। গোটা ফাইভটা শুধু এই ভুলে নম্বর কাটা গেছে। এবারে শুরু থেকে হাল না ধরলে কিন্তু শেষ হয়ে যাবি পুরো"। পকেট থেকে রুমালটা বের করে মুখের ঘামটা মুছে নিলেন নিশীথবাবু। তিনি নিজেও জানেন, এই নিয়মটা অভ্যস্ত করতে একটু হোঁচট খেতে হয়। কিন্তু এতটা হ্যাঁচোড়প্যাঁচোড় করতে হ য়, তিনি জানতেন না।

মাথা নীচু করে ফোঁপাচ্ছে মকাই। ক্লাসের বাকিরা একটু আগে মকাইয়ের হাসছিল , এই মারের চোট অজান্তে কখন তাদেরকেও চুপ করিয়ে দিয়েছে ।

"যা জায়গায় যা, আর এরকম ভুল করে দেখ, বের করে দেবো ক্লাস থেকে ।"মকাই খাতাটা নিয়ে ফিরে গেল চুপচাপ। বসে দেখতে লাগল খাতার ওপর লেখা বাক্যগুলো বারবার। রীতা রান ভেরি ফাস্টড্রেস বিউটিফুল আ ওয়্যার মকাই ! !

স্কুলেও তাকে ডাকনামেই ডাকে বাকিরা। অবশ্য খুব বেশী ডাকার

দরকার হয়না কারোরই।তারপর থেকে রোজই ক্লাসের বাইরেই

দাঁড়িয়ে থাকে মকাই। সামনের মাঠ, ওপারের ক্লাসরুম, ওপরে

রেললাইনের মতো কড়িবরগা দেখেই সময় কাটিয়ে দেখ। কিন্তু নাম
দেখলে সে কিছুতেই সাহস করে এস সংযুক্তিতে ছোট্ট এর-ইএস-

উঠতে লিখে বাক্য ঠিকঠাকপারেনি ।

(8)

ফার্স্ট ইউনিট টেস্টে ইংলিশে কুড়িতে আট পাওয়ার পর মকাইয়ের

গার্জেন কল করলেন নিশীথবাবু। মকাই অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে ঘরের

বাইরে দাঁড়িয়ে রইল।
বাবা মা আর কী বলেন ইংরেজীর না বোঝেন একটা খুব তাঁরা !

টেকনিক্যাল নিয়মকানুন। দরকারও হয় না।
মকাইয়ের বাবা টেলিফোন অফিসে চাকরি করেন, বাড়ি বাড়ি গিয়ে

লাইন সারান।সেখানে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার অফিসাররা

অত্যন্ত রুক্ষ মনোভাবাপন্ন, তাঁদের ভার্বে এস কিনা হয় ইএস-

মলয়বাবু , মানে মকাইয়ের বাবার কখনও জানার দরকার পড়েনি।
মকাইয়ের মা সুস্মিতা অঙ্গনওয়াড়ি স্কুলে হিসেব লেখেন ,

তারা মা ভাণ্ডার

এখানে সুলভ মূল্যে মুদিখানার
সকল সামগ্রী পাওয়া যায়

বি.দ্র. ঃ- xerox ও অনলাইনের সমস্ত কাজ করা হয়

গোস্বামী মালিপাড়া হাটতলা

7319362011

সেখানেও থার্ড পার্সন সিঙ্গুলারদের সঙ্গে চিঠিচাপাটি আদানপ্রদানের সম্পর্ক। এর বাইরে ভার্বের এসওঠেনি হয়ে দরকার জানার ইএস-।

নিশীথবাবু মাথা নেড়ে বললেন, "সব ঠিক আছে, শুধু নাম দিয়ে বললেই এত গন্ডগোল করছে আর বলার নয়। নামও তো থার্ড পার্সন সিঙ্গুলারের মধ্যেই পড়ে।

একটু দেখুন বাড়িতে, বাড়ির লোক, আত্মীয়স্বজনদের নাম নিয়ে নিয়েবোঝান। তবেই ঠিক হবে ধীরে ধীরে। এটা চর্চার বিষয়, অঙ্কের ফর্মুলা মুখস্থ করা নয়"।

(৫)

সেদিন বাড়ি এসে সন্ধ্যেবেলায় মকাইকে দুটো বাড়ি পরে অশোক শিকদারের বাড়ি নিয়ে গেলেন মলয়বাবু, মানে মকাইয়ের বাবা। অশোক শিকদার প্রবীণ মানুষ, বয়স আশির কোটায়। দীর্ঘদিন এলাকার সরকারি স্কুলে ইংরেজী পড়িয়েছেন, বহু নামী ছাত্র তাঁর হাত থেকে বেরিয়েছে। মলয়বাবুও তাঁর কাছেই নেসফিল্ডের গ্রামার শিখেছিলেন একটা সময়। সে অনেকযুগ আগের কথা। সময় বদলেছে, পড়ানোর ধরন, পরীক্ষার সিস্টেম সব বদলেছে।

দুর্নীতির পাকেচক্রে শিক্ষার ঘরানাও আমূল বদলেছে। একটা সময় প্রাথমিক শিক্ষাস্তর থেকে ইংরেজী উঠে যাওয়ায় খুব কষ্ট পেয়েছিলেন। বাড়িতে পড়াননি কোনোকালেই। স্কুলে চাকরি করেও বাড়িতে আলাদা করে সেই একই ছাত্রছাত্রীদের পড়িয়ে টাকারোজগার করাটাকে তিনি খুব খোলামেলা চোখে দেখতে পারেননি। তাঁর কাছে পড়ানো একটা অধ্যাবসায়, একটা তপস্যা। সেখানে আর্থিক লেনদেনের থেকে জ্ঞানের আদানপ্রদান অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ।

আজ মলয়বাবুকেও সেকথাই স্মরণ করালেন অশোকবাবু।
মলয় প্রস্তাব দিয়েছিলেন, যদি একটু গ্রামারটা দেখিয়ে দেন মকাইকে অশোকবাবু এমনিই রাজি হয়েছিলেন।

বাড়িতে কাজকর্ম সেরকম থাকে না সারাদিন, কাগজ পড়া, বই পড়া, খবর দেখা, গাছে জল দেওয়া এসবই।
মাঝে বহুদিন পর যদি একটু পুরনো অভ্যেসে দম দেওয়া যায়, ক্ষতি কী ?

তবে টাকাপয়সা কোনোমতেই নিতে পারবেন না তিনি।

"ওকে আমি কিছুই শেখাবো না, ওকে শুধু শিক্ষার সাথে জীবনের যোগসূত্র খোঁজার পথটা ধরিয়ে দেবো, ও নিজেই বাকিটা

শিখেযাবে, কী? পারবে না দাদুভাই?", স্নেহের স্বরে মকাইয়ের মাথায় হাত রেখে বললেন অশোকবাবু।

মকাই এতক্ষণ চুপ করে দেখছিল মানুষটাকে । একবার বাবার দিকে, একবার এই নব্যালাপী দাদুর দিকে তাকাচ্ছিল । মাথায় বৃদ্ধ হাতের তালুর ওম পেতেই শিউরে হয়ে উঠল মকাই। আপনা থেকেই তার মাথাটা দুলে গেল বাম থেকে ডানে ।

(৬)

"রোল নাম্বার ওয়ান, সৌপ্তিক খামারু", "রোল নাম্বার টু, কৌস্তভ রায়", "রোল নাম্বার থ্রি, আদিত্য চক্রবর্তী নাম পরপর . . . "

নারায়ণপুর চলছে ডাকাবিভূতিভূষণ উচ্চ বিদ্যালয়ের হলঘরে। ষষ্ঠ শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষার ফলপ্রকাশ ও মার্কশিট বিতরণ। একের পর এক নাম ডাকছেন হেডস্যার মিহির বসু, তাঁর দুপাশে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন বাকি কৃপাচার্যদ্রোণাচার্যরা-। একের পর এক সেনানী আসছে, হাসিমুখে মার্কশিট নিচ্ছে, ফিরে যে যার জায়গায় গিয়ে বসে পড়ছে মা পাশে বাবার-।

"রোল নাম্বার বিয়াল্লিশ, তুহিন মালিক..."

একটা আবছা হাতের চাপ পিঠে অনুভূত হতেই ভয়ে ভয়ে উঠে দাঁড়ালো মকাই। ভালোনামের পৃথিবীটা তার কাছে অচেনা,

বিদেশী দূতাবাসের মতো শুধু স্কুলের খাতাতেই সীমাবদ্ধ হয়ে আছে। "আয় রে মকাইইই, মার্কশিটটা নিয়ে যা", হাঁক দিয়ে উঠলেন নিশীথবাবু। বুকের ভেতর যন্ত্রগুলোর উজ্জ্বল উপস্থিতি টের পাচ্ছে মকাই। পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে দাঁড়ালো হেডস্যারের সামনে। "নাও", জলদগম্ভীর স্বরটা প্রতিধ্বনিত হবে কিনা ভাবার

আগেই মকাইয়ের অবচেতন শ্রবণাঙ্গ থামিয়ে দিল তাকে। সব বিষয়ে পাশ, শুধু ইংরেজীতেই না !ফেল ডাহা একেবারে . . . বেরিয়ে অযাচিতভাবে রেচি পাঁচিল চোখের মকাইয়ের চাইতেও শ্লোক বৃষ্টির এলো, মুহূর্তে ভিজিয়ে চুপসে দিয়ে গেল সামনের মহাকাব্যটাকে।

"বলেছিলাম, মকাই, পড় পড়, বারবার লিখে লিখে প্র্যাকটিস কর থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার আমরাও ভুল করেছি, বারবার চর্চা করে তবেই

উদ্ধার করেছি। কথা না শুনলে এরকমই হবে। আর কোনোদিন

তোর এই ভুল শুধরোবে না"..., বলে চেঁচিয়ে উঠলেন নিশীথবাবু।

"তুহিনের বাড়ির লোক কেউ আছেন? আসবেন একটু সামনে",

গম্ভীর গলায় বললেন হেডস্যার মিহিরবাবু।

হাঁটুদুটো ভাঁজ করে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন অশোক শিকদার। আজ তিনি নিজেই মকাইয়ের রেজাল্টের কথা শুনে স্কুলে আসার

ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন। পুরনো স্কুলে বহুদিন বাদে পা রেখে বেশ

তৃপ্তি পেয়েছেন অশোকবাবু। অনেকদিন বাদে পুরনো অর্জু নদের

সামনে থেকে দেখেও ভারী ভালো লাগছে তাঁর। ধীর অথচ দৃপ্ত পদক্ষেপে সামনে এগিয়ে গেলেন অশোকবাবু

(৭)

"এ কী স্যার আপনি"আসুনআসুন !!, বরিষ্ঠ অশোক শিকদারকে

আসতে দেখে চমকে উঠে এগোলেন হেডস্যার মিহির বসু।

আগে জানতেন না, অশোকবাবু এসেছেন। অশোকবাবু এই

স্কুলের প্রবীণ শিক্ষক, বর্তমানের অধিকাংশ শিক্ষক এই স্কুলেরই

ছাত্র ছিলেন। তাঁদের বেড়ে ওঠা অশোকবাবুর সময়েই।

শিগগির চেয়ারের ব্যবস্থা করতে বলে অশোকবাবুকে স্যার"

প্রণাম দিয়ে হাত পায়ে বলেই "!নাকি চেনেন তুহিনকে আপনি

মিহিরব করলেনাবু। "স্যার আপনাকে বুঝতে পারিনি দূর

থেকে, বসুন স্যার", প্রতিবর্ত ক্রিয়ার দরুন হাত নামিয়ে ঝুঁকে

পুরনো অভ্যেসটা ঝালাই সেরে নিলেন নিশীথবাবুও।

"বলুন", গলাটা একটু নীচু করে বললেন অশোকবাবু, "আপনি

করেই বলছি ওর সামনে", আবার স্থির স্বাভাবিক স্বরে বললেন,

"আমি তুহিনের গৃহশিক্ষক বলতে পারেন, কী দোষত্রুটি

আমাকেই বলুন।"

মুখ চাওয়াচাওয়ি করলেন হেডস্যার আর নিশীথবাবু। তারপর

নিশীথবাবুই আমতা আমতা করে বললেন, "না মানে, আপনাকে

আর কী বলব স্যার, এটা তো সবাই জানে, থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার

নাম্বারে মেন ভার্বের সাথে এস বা ইএস যুক্ত হয়। ও সেটা করেও,

হি বা শি থাকলে ঠিকঠাকই লেখে। কিন্তু, নাম দেওয়া থাকলেই

সবটা ঘেঁটে ফেলে। বোঝানোর জন্য ওর বন্ধুদের নাম দিয়েই বলি,

কিন্তু কিছুতেই ঠিক করে উঠতে পারে না। এছাড়া আর কোনো

সমস্যা নেই স্যার।"

"হুমম বুঝলাম", শ্বাস ফেললেন অশোকবাবু, "তা, থার্ড পার্সন

সিঙ্গুলার নাম্বারটা কী, সেটা তো জানে। তাহলে এরকমটা কেন হয় ভেবে দেখেছেন?"

- "না মানে", থমকালেন নিশীথবাবু, "মানে, ও এইটা মাথায় মধ্যে

ক্যাচ করতে পারে না কিছুতেই।"

"তা পারবে কী করে নিশীথবাবু, বাচ্চা ছেলে তো। গ্রামারটা বোঝে

মিথ্যেটা বুঝতে পারে না ঠিকমতো।""মানে? মিথ্যে মানে? কী

মিথ্যে?", এবার অবাক স্বরে বললেন হেডস্যার মিহিরবাবু।

"মিথ্যে মানে, এই যে জলজ্যান্ত মিথ্যে বাক্যগুলো প্র্যাকটিসে দেওয়া হয়, সেটা একটা শিশুমনে কীভাবে নিয়মের আওতায় পড়বে বলুন তো?"

আবার মুখ চাওয়াচাওয়ি করলেন হেডস্যার আর নিশীথবাবু। তারপর হেডস্যারই মুখ খুললেন,"দেখুন স্যার, আমরা ঠিক

বুঝতে পারছি না আপনি কী বলছেন। একটা গ্রামারের সাধারণ নিয়ম, সেটার আবার সত্যিমিথ্যে আসছে কোথা থেকে?""আচ্ছা

বেশ", বলে মকাইয়ের দিকে ঘুরে বললেন অশোক শিকদার,

"তুহিন, খাতাপেনটা নিয়ে এসো তো।"

মকাই এতক্ষণ দুই প্রজন্মের শিক্ষকদের দিকে একবার করে

তাকাচ্ছিল।

হলঘরের বাকিদের মতোই ব্যাপারটা অনুধাবন করার ব্যর্থ চেষ্টা

করছিল। এবার তড়িঘড়ি ব্যাগ থেকে খাতাপেন নিয়ে এসে

অশোকবাবুর দিকে এগিয়ে দিল।

অশোকবাবু বললেন সবাইকে উদ্দেশ্য করেই, "তাহলে একটু দেখে

নেওয়া যাক তুহিনের ভুলটা।"হলের সকলেই পুরো ব্যাপারটায়

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে অশোকবাবুকে দেখছিলেন। অন্য গার্জেনরাও

ব্যাপারটায় একটা রহস্যের গন্ধ পেয়ে নড়েচড়ে বসেছেন অশোকবাবু

বললেন, "লেখো, মাই মাদার ড্যাশ মি। লাভ যদি মেন ভার্ব হয়, কী

বসবে শূন্যস্থানে?" মকাই লিখছিল চটপট।

সে বড় বড় করে লিখল "লাভস"। অশোকবাবু মুচকি হাসলেন।

আবার বললেন, "লেখো, অশোকদাদু ড্যাশ মি। এখানে টিচ যদি

মেন ভার্ব হয়, ড্যাশে কী বসবে?" মকাই লিখল, "টিচেস"।

অশোকবাবু হেসে বললেন, "দেখলেন তো নিশীথবাবু, ও পারে সবই, শুধু বাক্যগুলো ঠিক ঠিক দিতে হয়।"

নিশীথবাবু এতক্ষণ সরু চোখে ব্যাপারটা বোঝার প্রবল চেষ্টা করছিলেন, এবার বললেন, "কিন্তু স্যার, ও পুরো ব্যাপারটাই গুলিয়ে ফেলে স্কুলে। বাড়িতে যেটা করে সেটা স্কুলে পারবে না কেন?", বলে মকাইকে বললেন, "লেখ মকাই, মাই ক্লাসমেট ড্যাশ মি। হেল্প যদি মেন ভার্ব হয়, কী হবে?" মকাই একটু পরে লিখল, "হেল্প"।

"দেখলেন তো স্যার", উত্তেজিত হয়ে বললেন নিশীথবাবু, "কী বলেছিলাম, আমি প্রশ্ন দিলেই সব একেবারে ঘেঁটে ঘ।

এবার কী করব বলুন?"

অশোকবাবু মকাইয়ের হাত থেকে খাতাটা নিয়ে বাক্যটার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, "হ্যাঁ ও ভুল করেছে, কারণ প্রশ্নটাই ভুল ছিল নিশীথবাবু।" অশোকবাবুর ঠাণ্ডা স্বরে পুরো হলঘর একেবারে সাইলেন্টনিশীথবাবুও গেলেন থমকে !। পা উঠলো কেঁপে টা-একবার। যেন সেই তিরিশবছর আগের মন্টু হয়ে গেছেন, আর সামনে দাঁড়িয়ে হিটলারস্বরূপ এস্যার .এস., ওরফে অশোক শিকদার আবার মুখ খুললেন অশোকবাবু, "যে যে বাক্য ওকে স্কুলে করতে দেওয়া হতো

একটাও ঠিক নয়, একটাও সত্যি নয়। ওকে না কেউ হেল্প করে, না ওর সাথে কেউ খেলা করে, না কেউ ওকে পেন আনতে ভুলে গেলে পেন এগিয়ে দেয় । ওকে সবাই আলাদা করেই রাখে। সে কীভাবে তাহলে এই ভ্রান্তিমূলক বাক্যগুলোয় ঠিকঠাক ভার্ব বসাবে বলতে পারেন?"

নিশীথবাবু চুপ । হেডস্যার চুপ। পুরো হলঘর চুপ। পাতা পড়লেও শব্দ শোনা যাবে এমন অবস্থা। বলেই চললেন অশোকবাবু, "ভর্তি হওয়ার সময় থেকে জানেন আপনারা ওর মানসিক দুর্বলতা, শারীরিকভাবেও ছেলেটি আমাদের মতো সুস্থভাবে কথা বলতে অপারগ। কিন্তু বাকিদের মতোই ওকে এখানে রাখা হয়েছিল যাতে সে সবার সাথেই বেড়ে ওঠে, নিজেকে একা না ভাবে। অথচ এখানে এসে ওকে কেউই স্বাভাবিক ভাবতে পারেনি। না আপনারা, না "... ফিরলেন দিকে অভিভাবকদের থাকা বসে স্তব্ধবাক বলেই অশোকবাবু, "আপনারা। আপনারাও ছেলেদের শিখিয়ে দিয়েছেন ওর সাথে না মিশতে, না কথা বলতে। কারণ, ও তো অসুস্থ, ও তো অস্বাভাবিক, ও তো অ্যাবনরমাল। তাই ওকে আলাদা করেই ট্রিট করা হোক। এবার সেই ছেলেকে বাক্য দিচ্ছেন প্রীতম পেন দেয়, সোমক খেলা করে, অনীক গল্প করে জলজ্যান্ত এই করে কী ! করেন আশা জবাব ঠিকঠাক মিথ্যেগুলোর?" বলতে বলতে ধরে

গেল অশোকবাবুর গলা, "সবার তো থার্ড পার্সন একরকম হয় না নিশীথবাবু, সবাই তো আলাদা তাই না? থার্ড পার্সনকেই যদি না

আপন ভাবতে পারলো, তাহলে মেন ভার্বের এস করে কী ইএস-তো বলুন চিনবে?"

চশমাটা খুলে কাচের ফ্রেমটায় কী যেন খুঁজে চলেছেন নিশীথবাবু একমনে। এবার বললেন স্মিতকণ্ঠে, "কিন্তু, আপনারগুলো তাহলে কী করেবললেন থেমে থেমে একটু অশোকবাবু "!, "আমার দেওয়াগুলো পারল কারণ, সেগুলো বুঝতে ওকে কোনো বেগ পেতে হয়নি। সে সত্যিই জানে, ওর অশোকদাদু ওকে পড়ায়, ওর মা সত্যিই ওকে ভালোবাসে। তাই সহজেই লিখেছে টিচেস, লাভস। কিন্তু

আপনার দেওয়াগুলো তো ওর মগজে ধাক্কা মেরেছে, এগুলো একটাও সত্যি বলে মনে হয়নি। কী করে পারবে? এইভাবেই আস্তে আস্তে ওর মন থেকে সবটাই মুছে গেছে নিশীথবাবু। পুরোটাই ভুল করে ফেলে ।"

"কিন্তু না পারবে উঠতেই শিখে ও তো তাহলে ...কিন্তু ...

"!!কোনোদিন, অসহায়ের মতো শোনালো নিশীথবাবুর গলাটা।
অশোকবাবু ক্লান্তস্বরে বললেন, "কেন পারবে না? ওকে

সত্যিমিথ্যেটা পরিষ্কার করে দিন। আমি তো এইবছরটা শুধু ওর

বাবামা-, কাছের আত্মীয়স্বজনদের দিয়েই বোঝালাম নিশীথবাবু।

পেরেছে তো বুঝতে দেখলেন তো, ভুল তো করেনি। কারণ ওর

মাথায় বাক্যগুলো মেনে নিতে কোনো অসুবিধে হয়নি।
ওর বন্ধুদের দিয়েই যখন বোঝালেন, তাদেরকেও বিষয়টা গুরুত্ব

দিয়ে বোঝাতে পারতেন। প্রথম থেকেই সত্যিমিথ্যেটা স্পষ্ট হলেই

পুরো ব্যাপারটাই জলবৎ তরলং হয়ে যেতো। বোঝানোতেই তো

আমাদের যত সমস্যা নিশীথবাবু। খুব সহজে যেটা আমরা বুঝি

আরেকজনের যে সেটা বুঝতে বিবিধ সমস্যা হতে পারে ভাবতেই পারি না।
বোঝা আর বোঝানোর পরিসরটা ভীষণভাবে সীমাবদ্ধ রেখে দিয়েছি আমরা জানেন তো মানসিকভাবে ভিন্ন আমরা প্রত্যেকে।প্রত্যেকে প্রত্যেকের কাছে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার। আলাদা আলাদা নামে, ডাকনামে নয় , ভালোনামে আলাদা আলাদা পরিচিতিতে প্রত্যেকের পৃথিবীটা তো একরকম নাও হতে পারে , তাই না নিশীথবাবু?"নতমুখে নিজের জুতোর দিকে চেয়ে রইলেন নিশীথবাবু নারায়ণপুর বিভূতিভূষণ উচ্চ বিদ্যালয়ের ইংরেজীর শিক্ষক সামান্য থার্ড পার্সন সিঙ্গুলারের নিয়মের প্যাঁচে যে একটা অচেনা গোটা গ্রামার বই আটকে আছে।
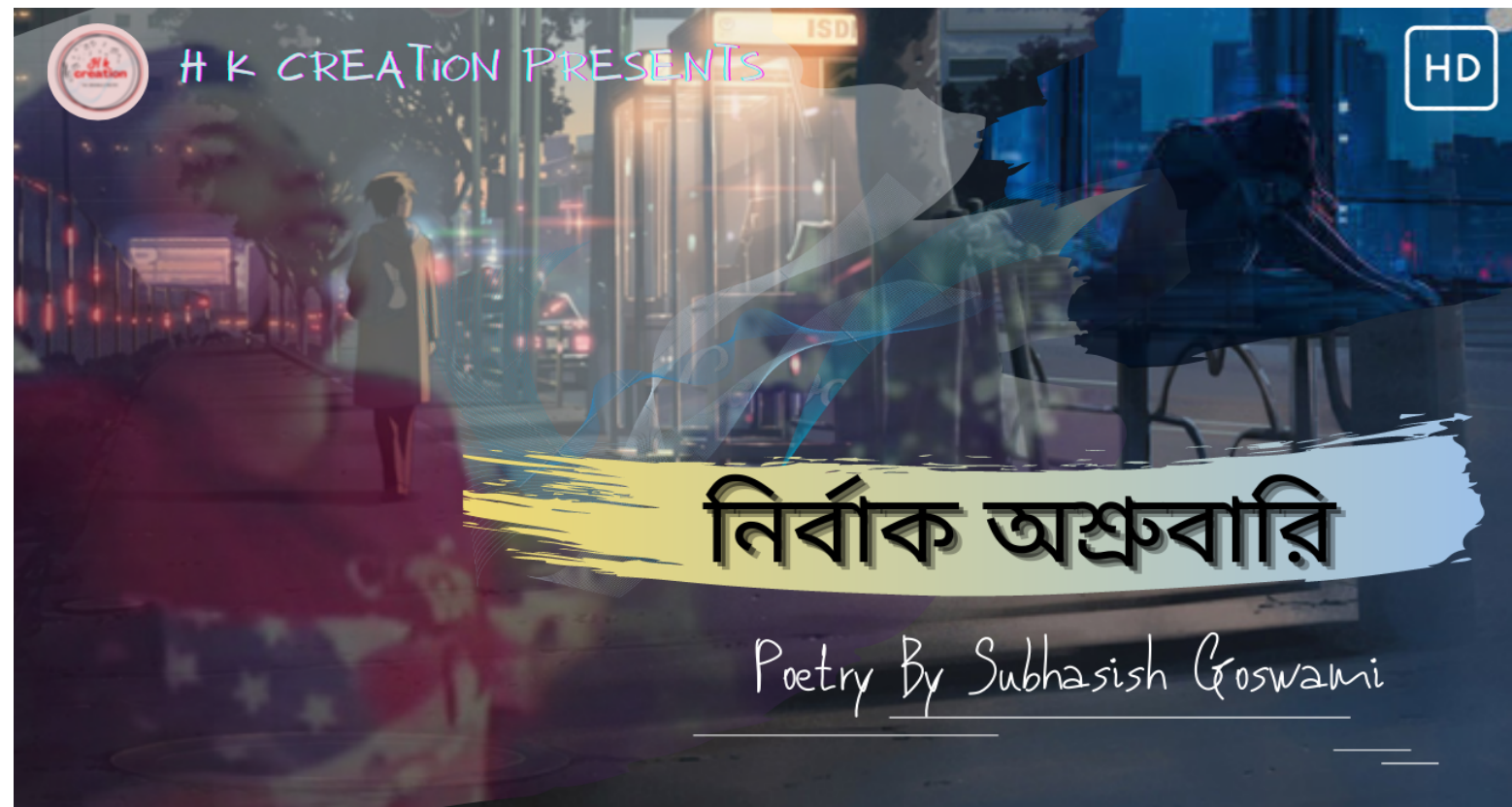
বুঝতে পারেননি কোনোদিন। এই গ্রামার কোনো নিয়ম মেনে হয় না, এর কোনো ফর্মুলা নেই, চর্চা করে যেতে হয়। নিজের বলা কথাগুলোরই প্রতিধ্বনি শুনতে পেলেন নিশীথবাবু ।

মেঝেতে অভিভাবকরাও এতটাই নিশ্চল , যেন কেউ আঠা দিয়ে আটকে দিয়েছে তাঁদের মেঝের ওপর শতরঞ্জির সাথে । তাঁদের হাত ছেলেদের মাথায় , পিঠে স্থবির হয়ে আছে। আজ একজন সম্পূর্ণ অচেনা অজানা মানুষের কাছে গ্রামারবুকের বাইরের এক বিশাল থার্ড পার্সন সিঙ্গুলারের জগৎ উপলব্ধির শিক্ষাপাওয়ার প্রতিক্রিয়া কী হওয়া উচিৎ তাঁদের এখনও হয়তো জানা নেই

নিস্তব্ধতা ভেঙে হেডস্যার মিহিরবাবু এগিয়ে গেলেন মকাই থুড়ি,

রোল নাম্বার বিয়াল্লিশ , তুহিন মালিকের দিকে। হাঁটু গেড়ে বসে
মকাইকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন মকাই এতক্ষণ পুরো ব্যাপারটার

মাথামুণ্ডু কিচ্ছু বোঝেনি।
অবাঞ্ছিত অতিথির মতো উইংসে দাঁড়িয়ে একটা নাটকের মতো

কিছু দেখছিল। আচমকা হেডস্যারের আলিঙ্গনে ককিয়ে উঠল সে

মুখ দিয়ে তখন তার লালা ঝরছে প্রবলবেগে। কিছু বলবার প্রচণ্ড
আকুতি তার চোখেমুখে , কিন্তু জন্মের প্রথম শুভক্ষণ তাকে সে

আশীর্বাদ করেনি।

হেডস্যার ছাড়তেই সে প্রায় দৌড়ে এগিয়ে গেল অশোকবাবুর

দিকে। খাতাপেনটা একরকম ছিনিয়ে নিয়ে বড় বড় করে লিখল,

"আওয়ার হেডস্যার লাভ মি ভেরি মাচ"। ফুলস্টপটা দিয়েই
পেনটা ফিরতি পথে নিয়ে গিয়ে একটা পাশে এর-"লাভ"
ছোটোহাতের 'এস' বসিয়ে দিয়ে লেখাটার দিকে চেয়ে রইল

তুহিন। ফ্যালফ্যাল করে দেখতে লাগলো , তার মুখের লালায় ডুবে
চিৎসাঁতার কাটছে সদ্য লেখা নির্ভুল বাক্যটার মেন ভার্বের সাথে
সংযুক্ত 'এস'!